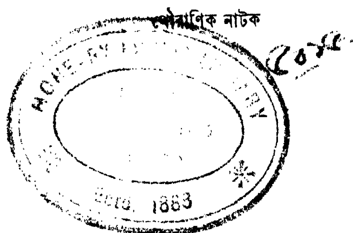
সতী

পৌরাণিক নাটক



মন্মথ রায়

উদ্বোধন রজনী

"নাট্যনিকেতন"—ক্যালকাটা থিয়েটার্স

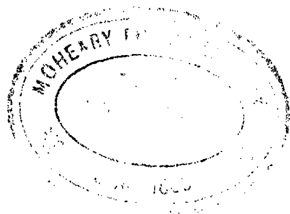
২৮শে এপ্রিল ১৯৩৭, ১৫ই বৈশাখ ১৩৪৪, বুধবার, রাত্রি ৭॥০টা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

পাঁচসিকা

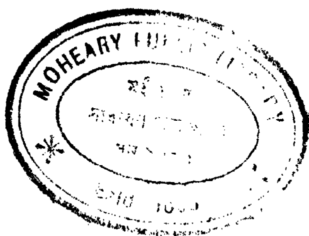
প্রথম সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা



শ্রীচিত্রলেখা রায়

কল্যাণীয়াসু



লেখকের কথা

ক্যালকাটা থিয়েটার্স কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ২৬শে মার্চ্চ ১৯৩৭ (দোলযাত্রা) হইতে ১০ই এপ্রিল ১৯৩৭ এই ষোল দিনে "সতী" রচনা করি। গত ২৮শে এপ্রিল ১৯৩৭ বুধবার রাত্রি ৭৷৷০ টায় ক্যালকাটা থিয়েটার্স নাট্যনিকেতনে উহার উদ্বোধন করেন।

রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্ প্রণীত "সতী" আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। এই নাটক রচনায় ডাঃ সেনের ঐ আখ্যায়িকা হইতে প্রভূত সাহায্য লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য ডাঃ সেনের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। দশমহাবিদ্যার আখ্যান তিনি তাঁহার পুস্তকে যে জন্য বাদ দিয়াছেন, ভূমিকায় তিনি তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি।

বন্ধুবর কাজী নজরুল ইসলাম সতীর জন্য গীত রচনা ও সুর সংযোজনা করিয়াছেন, সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত চারু রায় দৃশ্য পরিকল্পনা করিয়াছেন, কলালক্ষ্মীকল্পা শ্রীযুক্তা নীহারবালা নৃত্য-পরিকল্পনা করিয়াছেন, নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র নাটকখানির প্রযোজনা করিয়াছেন, এবং ক্যালকাটা থিয়েটার্স স্বত্বাধিকারী

শ্রীযুক্ত যশোদারঞ্জন ঘোষ এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত সুধীর গুহ নাটকখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। নটতিলক বন্ধু ভূমেন রায় ও নটকুশল শ্রীযুক্ত মণিঘোষ আমাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
বরদা ভবন, বালুরঘাট
(দিনাজপুর)

মন্মথ রায়

সতী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সতীর খেলাঘর। শিবের পটমূর্ত্তি অঙ্কনরতা সতী। মূর্ত্তি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। সতীর সখীগণ বিবাহের মাঙ্গলিক গান গায়িতে গায়িতে আসিতেছিল দেখিয়া সতী পটমূর্ত্তি আবৃত করিয়া রাখিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। নানাবিধ মাঙ্গলিকী লইয়া সখীরা সতীর মঙ্গলাচরণ করিয়া গায়িতে গায়িতে চলিয়া গেল

গান

দেব আশীর্ব্বাদ—লহ সতী পুণ্যবতী !
লহ ত্রিলোকের আশিস্ বাণী ;—লহ লহ আয়ুষ্মতী ॥
ধর পূজা আরতির শুভ বরণ ডালা,
পর স্বর্গের মন্দার পারিজাত মালা,
রবি দিল কুণ্ডল, সাগর মুকুতা দল
চাঁদ দিল চন্দন স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ॥

মঙ্গল ঘট দিল দেবী মেদিনী—
পুণ্য সলিল দিল মন্দাকিনী ;
অগ্নি দিলেন দীপ—শুকতারা দিল টীপ
দিল ধান্য দূর্ব্বা মুনি ঋষি তপতী ॥
বিষ্ণু দিলেন তাঁর লীলা-কমল
ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু-জল,—
সিঁথির সিন্দূর ভূষা দিলেন অরুণা উষা
(চির) এয়োতির নোয়া দিল অরুন্ধতী ॥

সতী পুনরায় ছবি আঁকিতে লাগিলেন। সতীর সখী বিজয়া আসিয়া দাঁড়াইল

বিজয়া। ও কার ছবি আঁকছ সতী ?

সতী নীরবে ছবিই আঁকিতে লাগিলেন

বিজয়া। ও মা! এ যে দেখছি সাপুড়ে! শেষে কি সাপুড়ের বাঁশীই তোমার মন হরণ করল সখি !

সতী। বাঁশী নয়, বিষাণ। দেখছ না ?

বিজয়া। সাপুড়ের পরণে কি একখানা কাপড়ও জুটল না ?

সতী। না। দেখছ না পরণে বাঘছাল ? লোকে বলে দিগম্বর। যা কিছু শ্রেষ্ঠ সকলকে বিতরণ করে—যা কেউ নেয় না—যা সকলের অস্পৃশ্য তাই নিয়েই ওঁর আনন্দ। লোকে ভাবে এ

আবার কি! বলে পাগ্‌লা ভোলা—বলে ক্ষ্যাপা—আমি সইতে পারি না—আমি সইতে পারি না। কিন্তু যখন ভেবে দেখি—তখন এত ভালো লাগে!

বিজয়া। ভালো লাগে! স্বয়ম্বরের দিন! শেষটায় ওরই গলে মালা দেবে নাকি তুমি?

সতী। সে দেখতেই পাবে!

বিজয়া। ও মা! বলে কিগো!

গান

বিরূপ আঁখির কি রূপই তুই আঁকলি হৃদয় পটে,
চাঁদের পাশে আগুন জ্বলে যাহার ললাট তটে॥
সে সোণার অঙ্গে ভস্ম মাখিয়ে
বেড়িয়ে বেড়ায় সাপ নাচিয়ে;
এই ভবঘুরে বেদে নিয়ে তোর কলঙ্ক না রটে॥
ঘটে ইহার বুদ্ধি হ'তে সিদ্ধি অনেক বেশী,
বিষ খেয়ে এঁর প্রশান্ত মুখ লীলা এ কোন্ দেশী ;—
আপনারে যে করে হেলা
তার সনে তোর একি খেলা,
তুই দেখ্‌লি কোথায় আত্মভোলা
এই সে তরুণ নটে॥

বিজয়া গাহিতে লাগিল। সতী মৃদুহাস্যে ছবি আঁকিয়া
চলিলেন। গান শেষ হইলে

বিজয়া। না, জয়া না থাকলে তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা দায়। তোমার ধ্যানই আমি ভাঙতে পারলাম না। কোথায় গেল জয়া?

সতী। তাকে আমি ফুল আনতে পাঠিয়েছি বিজয়া!

বিজয়া। আজ আবার ফুল দিয়ে কি হবে? তোমার স্বয়ম্বর উপলক্ষে দেবতারা যে নন্দন কানন উজাড় করে ফুল পাঠিয়েছেন! দেখলেনা পারিজাতের ছড়াছড়ি! মণি-মাণিক্য উপহারই বা এসেছে কত! ভাণ্ডার যে ভরে গেছে! আর তুমি কিনা বসে সাপুড়ের ছবি আঁকছ।

সতী। যে ফুল নন্দন কাননে নেই আমি সেই ফুল আনতে পাঠিয়েছি বিজয়া!

বিজয়া। যে ফুল নন্দন কাননে নেই সে আবার ফুল!……ওমা! ওরা যে দেখছি এখানেও আসছে!

সতী। কারা?

বিজয়া। জান না! তোমার স্বয়ম্বরের আমোদ। আমাদের ছেলেমেয়েরা সমুদ্র-মন্থনের পালা বেঁধেছে…! ওমা, সবাই আসছে।

সতী চিত্রপটখানি ঢাকিয়া রাখিলেন। সমুদ্র-মন্থনের সং আসিল। সঙ্গে আসিল পুরবাসী পুরবাসিনীগণ। ক্রমে নারদ, ভৃগু এবং প্রজাপতি দক্ষও আসিলেন। সকলেই মহানন্দে সং উপভোগ করিতে লাগিলেন।

একজন কথক দোয়ারগণ সহ সঙের ছড়া গায়িতে লাগিল। একটি মেয়ে মন্দার পর্ব্বত সাজিয়াছে—তাহার একদিকে এক মেয়ে দেবতা সাজিয়াছে—আর একদিকে আর এক মেয়ে অসুর সাজিয়াছে, ইহারা দুইজনে মন্দারের দুই হাত ধরিয়া সুশৃঙ্খলভাবে টানাটানি করিতেছে। নীচে এক মেয়ে কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু সাজিয়া বসিয়া হামা দিয়া রহিয়াছে। আর এক মেয়ে মহাদেব সাজিয়াছে। আর এক মেয়ে সাজিয়াছে মোহিনী। ছড়াগানের মাঝে মাঝে ইহারা পুতুল-নাচের মতো নাচিতেছে—

কথক। মা সতী! তোমার স্বয়ম্বর উপলক্ষে আমরা সমুদ্র-মন্থনের পালা বেঁধেছি। ইনি হচ্ছেন মন্দার পর্ব্বত, ইনি দেবতা —ইনি অসুর—ইনি কূর্ম্মরূপী শ্রীবিষ্ণু। ইনি মহাদেব—ইনি মোহিনী।

একদা সব সুরাসুরের খেয়াল হল দাদা।
সমুদ্রেরে ঘেঁটে ঘুঁটে করতে হবে দধিকাদা॥
দেখেছ তো গয়লানিরা যে ভাবে দই মথে।
(তেমনি) সাগরকে সব ঘুঁটে ছিলেন মন্দার পর্ব্বতে॥
(অর্থাৎ) মন্দার গিরি হয়েছিল দই ঘুঁটবার কাঠি।
আর কূর্ম্ম হলেন সমুদ্ররূপ দই রাখবার বাটি॥

কাঠি এল বাটি এল দড়া কোথায় পান।
(সবে) বাসুকীর শ্রী লেজুড় ধরে মারেন হেঁটকা টান॥
বাসুকী কয় ল্যাজ্ ছাড়ো বাপ গ্যাজ উঠল মুখে।
বাসুকীকে করল দড়া দেবতারা সব রুখে॥
ল্যাজ ধরল দেবতা, অসুর দানব ধরে মুড়ো।
সাগর বলে আস্তে বাবা একি প্রলয় হুড়ো॥
যা আছে মোর বের করছি—ঘাঁটিসনে আর পেট।
উচ্চৈঃশ্রবা চন্দ্র লক্ষ্মী সব দিচ্ছি ভেট॥
(ক্রমে) অমৃত যেই উঠল অমনি লাগলো গুঁতোগুঁতি।
দৈত্যরা সব কোপ্‌নি আঁটে দেবতা কসেন ধুতি॥
মাঝে থেকে শ্রীবিষ্ণু মোহিনী রূপ ধরে।
ছোঁ মেরে সেই সুধার ভাণ্ড নিয়ে পড়লেন সরে॥
অমৃত খান দেবতারা সব অসুর মাটি চাটে।
(যেমন) দোহন শেষে দুগ্ধ খোঁজে বাছুর শুক্‌নো বাটে॥
(ক্রমে) ঘটর ঘটর ঘোঁটার ঠেলায় উঠলো হলাহল।
ত্রাহি ত্রাহি বলে ত্রিলোক করে কোলাহল॥
বিষের জ্বালায় সৃষ্টি বুঝি পটল তোলে ওই।
সিদ্ধিখোর শ্রীপিশাচপতি কয় ডেকে মাভৈঃ॥
ছুটে এসে পাগ্‌লা ভাঙোড় এক সমুদ্দুর বিষ।
ঢক ঢকিয়ে ফেললে গিলে গা করে নিস্‌পিস॥

বলদে যে বেড়ায় চড়ে ছাই পাঁশ গায়ে মাখে।
তাকে ছাড়া চতুর দেবতা বিষ দেবে বল কাকে।
ফুলের মধ্যে ধুতরো নিলেন মশান যাহার ঘর।
(পোড়া) কপালে তার আগুন জ্বলে—জয় ন্যাংটেশ্বর॥

কথকদলের প্রস্থান

দক্ষ। ভাঙোড়ের কি বুদ্ধি! সবাই নিল অমৃত, উনি নিলেন বিষ! আর বিষ খেয়েই কি উল্লাস! (হাস্য)

ভৃগু। পাগলের আনন্দ! (প্রচুর হাস্য)

দক্ষ। কি মা সতী তোমার কেমন লাগল?

নারদ। বিষবৎ! সত্য বলেছি কিনা বলতো মা?

দক্ষ। বিষবৎ! কেন?

সতী। না পিতা, আমার ভালোই লেগেছে। আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।

নারদ। তবে তোমার মুখে হাসি নেই কেন মা?

ভৃগু। ভাঙোড়টার কীর্ত্তি দেখে আমিতো হেসেই অস্থির!

সতী। শিবের ব্যবহারে হাসবার কি আছে দেব? অমৃত যখন বণ্টন হল, শিবের কথা তখন কারো স্মরণ হল না। যখন উঠল বিষ, ত্রিভুবনে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। সৃষ্টি ধ্বংস হয়! দেবতা ও অসুরের মিলিত কণ্ঠে আর্ত্তস্বরে ধ্বনিত হল "কোথায় শিব! রক্ষা কর! রক্ষা কর!" মহানন্দে ছুটে এলেন

মহাদেব……মহানন্দে পান করলেন সেই বিষ!……ভাঙ্ খান …সিদ্ধি খান, সবই সত্য…কিন্তু সব চেয়ে বড় সত্য এ জগতের সকল বিষ, সকল অমঙ্গল তিনিই করেছেন বরণ— তিনিই করেছেন হরণ। তাই নয় কি দেব?

দক্ষ। পাগলি মেয়ে! কে তা অস্বীকার করছে! হ্যাঁ সে বিষ পান করেছে…সে বিষ দেবতার, গন্ধর্ব্বের, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নরের অপেয়—! অপেয় পান কে করে!

ভৃগু। নিতান্ত যে বর্ব্বর।

দক্ষ। শিব সেই অনার্য্য বর্ব্বর। তার নাম উচ্চারণ কর্ত্তেও আমার ঘৃণা বোধ হয়! অথচ জানিনা কেন পিতা ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে সবাই…তাকেই বলেন দেবাদিদেব মহাদেব।

নারদ। যাগ বল, যজ্ঞ বল তিনি উপস্থিত না থাকলে চলে না। কেন যে চলেনা…একবার দেখলে হয়।

ভৃগু। ও না দেখাই ভালো। ঐ ভূত-প্রেতগুলো……বুঝলে নারদ—

দক্ষ। না না, কি আবশ্যক! ওই যজ্ঞভাগই ওর সম্বল। তা থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করতে চাই না।

নারদ। তা তো বটেই! তা তো বটেই।

ভৃগু। তুমি নিতান্ত সদাশয় তাই!

দক্ষ। তার উপর বিরক্তি ও ঘৃণার কারণ যদি কারো থাকে সে শুধু আমার! থাক সে কথা আপাততঃ।—মা সতী!

আজ তোমার স্বয়ম্বর। দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর তোমার পাণিগ্রহণ কামনায় স্বয়ম্বর-সভায় সমাগত হবেন। আজ তোমার এক মহা পরীক্ষার দিন। এই পরীক্ষায় তুমি যদি সগৌরবে উত্তীর্ণ হতে পারো, মনোমত পতিনির্ব্বাচন দ্বারা পিতৃ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারো—তুমি আমার—নয়নের মণি —তবুও—তবুও তোমার অদর্শন জনিত বিরহ বেদনায় আমি কাতর হব না—হাসি মুখেই তোমার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করব মা!

ভৃগু। রূপে গুণে ত্রিভুবনে মার আমার তুলনা নেই। মার সম্মুখে ইন্দ্রাণীও যে ম্লান হয়ে যায় প্রজাপতি!

দক্ষ। তাই তো ভাবছি মার উপযুক্ত বর কে! আশীর্ব্বাদ করি মা মনোমত পতি লাভ কর। তোমরাও মাকে সেই আশীর্ব্বাদ কর।

সতী তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। বিজয়া আসিয়া দাঁড়াইল

দক্ষ। বিজয়া সতীকে স্বয়ম্বর-সাজে সজ্জিত কর। এস নারদ।

দক্ষসহ ভৃগু ও নারদের প্রস্থান

বিজয়া। চল সখি প্রসাধনে চল —

সতী। জয়া ফুল আনতে গেছে বিজয়া! সে ফুল না পেলে ত আমার প্রসাধন হবে না সখি!

বিজয়া। জয়ারই আজ জয় দেখছি সখি!

বিজয়ার প্রস্থান

সতী এই অবসরে শিবের সমাপ্তপ্রায় রেখামূর্ত্তি চক্ষুর্দ্দানে সম্পূর্ণ
করিলেন এবং গললগ্নীকৃতবাস হইয়া
শিব স্তব করিলেন

শিবস্তোত্র

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন ভ্রাতা
ন পুত্র ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা
ন জায়া ন বিত্তং ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি শাস্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসজালং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥

ন জানামি তীর্থং ন জানামি পুণ্যং
ন জানামি ভক্তিং লয়ং বা কিমন্যৎ
ন জানামি মুক্তিং ন জানামি ভুক্তিং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥

প্রজেশং মহেশং রমেশং সুরেশং
গণেশং দীনেশং নিশেশং পরং বা।
ন জানামি চান্যং শরণ্যং ভজামি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥

সতী শিবমূর্ত্তি প্রণাম করিয়া উঠিলেন—এমন সময় প্রসূতি আসিলেন

প্রসূতি। সতী, মা, তুমি—একি—একি মা!

সতী। মা!

প্রসূতি। (গম্ভীর হইয়া) এ মূর্ত্তি কে আঁকল সতী?

সতী। আমি!

প্রসূতি। শিবমূর্ত্তি!

সতী। হ্যাঁ!

প্রসূতি। কিন্তু প্রভু যে ওঁকে শত্রু জ্ঞান করেন!

সতী। কেন মা?

প্রসূতি। তুমি তা বুঝবে না সতী!

সতী। আমি বুঝতে চাই মা!

প্রসূতি। ব্রহ্মা যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু যেমন পালন কর্ত্তা; শিব তেমনি সংহারের দেবতা। ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র তোমার পিতা; অষ্টদিকপাল প্রজাপতিরূপে প্রজা বৃদ্ধি এবং প্রজা রক্ষাই তাঁর ধর্ম্ম। কিন্তু একমাত্র এই সংহারকর্ত্তা শিবের জন্যই আশানুরূপ প্রজাবৃদ্ধি হচ্ছে না তাই তোমার পিতার ধারণা শিব তাঁর শত্রু।

সতী। (কোমলভাবে) পিতার এ ভ্রান্ত ধারণা মা! মৃত্যুর অভাবে প্রজা এত বৃদ্ধি পেত যে ত্রিভুবনে তাদের স্থান হত না। উচ্ছৃঙ্খলতায়, জীর্ণতায়, জরায় সৃষ্টি আচ্ছন্ন হত—বিশ্বের কল্যাণ তাতে হ'ত না মা।

প্রসূতি। শুধু যুক্তি আর তর্কে সংসার চলে না মা! যুক্তি তর্ক দিয়ে যদি দেখ সব সন্তান সমান। অথচ আমার আর আর মেয়েও দেখেছি তোমায়ও দেখছি। তুমি তোমার পিতার যে স্নেহ পেয়েছ তারা সবাই মিলেও তা পায়নি—আমি মা—আমিই বলছি—

সতী। আমি তা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি মা।

প্রসূতী। তা যদি কর মা, তোমার পিতা যাঁকে মিত্র জ্ঞান করেন না তাঁর মূর্ত্তি তোমার পিতার নয়নগোচর না হওয়াই শ্রেয়ঃ!

সতী। মা!

প্রসূতি। না মা, বাধা দিয়ো না—

শিবমূর্ত্তি মুছিয়া ফেলিলেন

নারদসহ দক্ষের প্রবেশ

দক্ষ। একি সতি! স্বয়ম্বর উৎসবের প্রারম্ভে তোমার চোখে অশ্রু কেন?

সতী। না বাবা।

অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন

নারদ। ও অশ্রুকে তুমি ভুল বুঝোনা প্রজাপতি। মনোমত পতিলাভ করবার আশায় মা আমার আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করছে!

দক্ষ। আশীর্ব্বাদের শুভলগ্ন সমাগত—মাকে আদ্যাশক্তি প্রণাম করিয়ে আনো রাণী।

প্রসূতি। চলো মা।

সতীসহ প্রস্থান

দক্ষ। মাকে আজ যতই দেখছি ততই আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে। আমার অপরাপর কন্যার বিবাহ দিয়েছি, কোন ব্যথা অনুভব করিনি…কিন্তু আজ করছি!

নারদ। রূপে গুণে সতী তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা কন্যা, তদুপরি সর্ব্ব কনিষ্ঠা। তোমার এ ব্যথা অস্বাভাবিক নয় প্রজাপতি।

দক্ষ। এত শীঘ্র ওর বিবাহ দেওয়া আমার অভিপ্রেত ছিল না নারদ! কিন্তু ওর গর্ভধারিণীর কাছে শুনলাম, এই বয়সেই ওর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হচ্ছে, তাই আমি ওকে পাত্রস্থ করবার সঙ্কল্প করেছি। এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে নারদ!

নারদ। ভোগে অনাশক্তি অনেকেরই দেখা যায় কিন্তু পারিজাত তুচ্ছ করে ধুতরো ফুল……

দক্ষ। ধুতরো ফুল!

নারদ। হ্যাঁ ধুতরো ফুলেই নাকি মার সমধিক প্রীতি!

দক্ষ। তুমি কি বলতে চাও নারদ?

নারদ। আমি বলতে চাই—না বলতে অবশ্য আমি কিছুই চাইনে —তবে কি না—

দক্ষ। আমি জানতে চাই নারদ তোমার কি বক্তব্য আছে—

নারদ। সতী কি তার স্বয়ম্বরের মাল্য ঐ ধুতুরো ফুলেই গেঁথেছে! যে বিষাক্ত মাল্য এক মাত্র নীলকণ্ঠই ধারণ কর্ত্তে সমর্থ?

দক্ষ। (সরোষে) নারদ!

নারদ চমকিত হইলেন মাত্র, উত্তর দিলেন না।

দক্ষ। (কিন্তু তথনই আত্মস্থ হইলেন; ক্রমশঃ মৃদুহাস্যে) তোমার স্বভাবই যে প্রগল্‌ভ আমি তা বিস্মৃত হয়েছিলাম। কিন্তু সতী তার বরমাল্য সেই ভাঙড়ের কণ্ঠে অর্পণ করবে এইরূপ হীন কল্পনা আমার ভ্রাতার মর্য্যাদাসূচক নয়।

প্রসূতিসহ সতীর প্রবেশ

দক্ষ। এই যে এসেছ মা। আমি তোমায় পুনরায় (নারদের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) হ্যাঁ, পুনরায়, আশীর্ব্বাদ করছি তুমি মনোমত পতি নির্ব্বাচন করে সুখী হও—সার্থক হও মা। দেবগণ তোমার স্বয়ম্বর উপলক্ষে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ উপহার প্রেরণ করেছেন—দেখেছ নিশ্চয়?

সতী। হ্যাঁ পিতা।

পিঙ্গলাক্ষের প্রবেশ

পিঙ্গলাক্ষ। দেবাদিদেব মহাদেব আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করেছেন।

নারদ। প্রেরণ করেছেন! এত বিলম্বে! ভোলানাথ কি না!

দক্ষ। শিবের আশীর্ব্বাদ! কি আশীর্ব্বাদ?

শিবানুচর জনৈক প্রমথ শিবের আশীর্ব্বাদসহ প্রবেশ করিল

প্রমথ। এক জোড়া শাঁখা।

দক্ষ। শাঁখা! দক্ষ-কন্যা কখনও তুচ্ছ শাঁখা ব্যবহার করেন না—তাঁর দাসীরাও না।

সকলের উচ্চহাস্য। শিবের আশীর্ব্বাদ প্রত্যাখ্যাত হইল। পিঙ্গলাক্ষের আদেশ সূচক ইঙ্গিতে প্রমথ প্রস্থান করিল। সতীর চোখে-মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণা পরিস্ফুট হইল

নারদ। কি হয়েছে মা? তোমাকে বড়ই অবসন্ন বোধ হচ্ছে!

প্রসূতি। সারাদিন উপবাসে মা আমার—কাতর হয়ে পড়েছে প্রভু!

দক্ষ। আশীর্ব্বাদ-উৎসব এখন থাক। তুমি মা এখন বিশ্রাম কর।

প্রসূতি। চল মা সতী, বিশ্রাম করবে চল।

সকলে ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেলেন

দক্ষ। (প্রস্থান কালে নারদের প্রতি) এক জোড়া শাঁখা উপহার পাঠিয়েছে বিশ্ববরেণ্যা দাক্ষায়ণীকে।—স্পর্দ্ধা!

প্রস্থান

সকলে চলিয়া গিয়াছেন, নারদও যাইতেছিলেন এমন সময় অন্যদিক
হইতে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল জয়া। নিঃশব্দে দেবর্ষিকে
স্পর্শ করিল দেবর্ষি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন জয়া

নারদ। জয়া মা যে! কোথায় ছিলে তুমি মা?

জয়া। সে কথা আর বল কেন ঠাকুর! উঃ সব বুঝি শেষ হয়ে গেল? সতী কোথায় গেল? আমার মুণ্ডুপাত করেছে নিশ্চয়ই।

নারদ। কেন! কি হল! তোমার হাতে একি ফুলের মালা? ভারী সুন্দর তো!

জয়া। এই ফুল যদি সুন্দর হয়, তোমার ঢেঁকিও তবে সুন্দর। উঃ কেউ নাকি আবার এই ফুল চায়! সারা সকাল বনে জঙ্গলে যা ঘুরেছি কাঁটায় কাঁটায় আমার পা দুখানি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। বিজয়ার কি—সেজেগুজে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন! আমারই যেন সব দায়!

নারদ। তা বটেই তো। তা বটেই তো!

জয়া। (চটিয়া গিয়া) তা বটেই তো?

নারদ। তা নয়ই তো—তা নয়ই তো! তা হঠাৎ তুমি এ ফুলের জন্যে ক্ষেপে উঠলে কেন জয়া?

জয়া। ক্ষেপে কি আর আমি উঠেছি! ক্ষেপেছে তোমাদেরই ক্ষ্যাপা মেয়ে। আজ ঘুম থেকে উঠেই ঐ এক কথা "জয়া—আজ আমার ধুতরো ফুলের মালা চাই—জয়া আজ আমার

ধুতরো ফুলের মালা চাই।" ধুতরো আবার ফুল নাকি! ওতো সন্থ বিষ! আমার হাত এখনো জ্বল্‌ছে। যাই দিয়ে আসি। বিলম্ব দেখে আমার শ্রাদ্ধ কচ্ছে!

নারদ। কিন্তু এযে ভারী অলক্ষুণে ফুল; এ ফুল আজ না-ই দিলে।

জয়া। তুমি তো বেশ! এ ফুল না-ই দিলে! সর না ঠাকুর—

নারদ। তা দিতে হয় দিয়ো, কিন্তু প্রজাপতি দক্ষের সামনে দিওনা—কথনো। না!

জয়া। তবে আমি তাঁর সামনেই দেব।

নারদ। তা দিতেই যদি হয়, সামনেই দেবে বৈ কি!

জয়া। তবে আমি দেবই না!

ছুটিয়া চলিয়া গেল

নারদ। এই শোন—শোন—

পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান

ধীরে ধীরে সতী সেখানে আসিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া সেই পটমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন

সতী। মহাদেব! মহাদেব! তোমার আশীর্ব্বাদ কি আমি পাবনা?

ধীরে ধীরে পশ্চাতে নারদ আসিয়া দাঁড়াইলেন

নারদ। মা! সে শাঁখা কি তুমি পরবে মা?

সতী। দেবর্ষি—

অশ্রুসিক্ত চোখে আকুল দৃষ্টি

নারদ। আমি বুঝি মা। (নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) এই যে শাঁখারী! প্রজাপতি দক্ষ তোমার উপহার ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সকল উপহার রেখে ঐ শাঁখাই হোল মার কামনার ধন! ও শাঁখা আর ফিরিয়ে নিতে হবে না! তুমি পরিয়ে দাও—উপযুক্ত মূল্যই পাবে।

শাঁখারীকে ডাকিতেই শিবের প্রবেশ। লুপ্ত পটরেখা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল রেখায় পরিণত হইয়া শিবমূর্ত্তিরূপে প্রকট হইল। মুগ্ধা বিস্ময়াভিভূতা সতীর হাতে শিব শাঁখা পরাইয়া দিলেন। তদনন্তর শিব ও সতী মুখো-মুখি দাঁড়াইলেন

নারদ। (মৃদু হাস্যে) শাঁখারী বেশে শিব! আমি সাক্ষ্য রইলাম।

সতী। তুমি! শাঁখারী! শিব!

শিব। তোমারি পাণিগ্রহণ কর্ত্তে সতী! তাইত শাঁখা!

নারদ। আমার সম্মুখেই শাঁখারীকে শাঁখার মূল্য দাও মা! চক্ষু সার্থক হোক!

সতী একটি মালাই কামনা করিতেছিলেন এমন সময় ধুতরার মালা লইয়া জয়া ছুটিয়া আসিল

জয়া। নাও সখি তোমার ধুতরোর মালা!

মালা লইয়া শিবের কণ্ঠে বরমাল্য দিলেন—স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল—শঙ্খধ্বনি হইল

নারদ। মাল্যদানই মূল্য হল! সন্তুষ্ট হয়েছ শাঁখারী?

শিব। আশাতিরিক্ত মূল্যই পেয়েছি নারদ!···দেবি! শ্মশান-বাসী শিব আজ গৃহবাসী হেলো!

নারদ। দেখ্‌ছ কি জয়া! উলু দাও, শঙ্খ বাজাও! সতীর স্বয়ম্বর যে হয়ে গেল!

স্বর্গ হইতে পুনরায় পুষ্পবৃষ্টি ও শঙ্খধ্বনি

পিঙ্গলাক্ষের প্রবেশ

পিঙ্গলাক্ষ। স্বয়ম্বর সভা বসেছে। দেবর্ষি! প্রজাপতি আপনাকে স্মরণ করেছেন। (সতীকে) দেবি! প্রসূতি তোমার স্বয়ম্বর যাত্রার আয়োজন করে তোমার প্রতীক্ষা করছেন—তুমি আর বিলম্ব করো না মা!

প্রস্থান

সতী। দেবর্ষি! পিতাকে গিয়ে বলুন স্বয়ম্বর আমার হয়ে গেছে—

নারদ। বরং ঢেঁকি স্কন্ধে আরোহণ করে ত্রিভুবনে আমি এ সুসংবাদ ঘোষণা করে আসছি—কিন্তু তোমার পিতার কাছে আর কাউকে পাঠাও মা।···আমি বলি স্বয়ম্বর সভা বসেছে—

বেশ্ তো! এ স্বয়ম্বরের সাক্ষী আছি শুধু আমি আর ঐ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রা জয়া, ত্রিভুবনকে সাক্ষী রেখেই স্বয়ম্বরটা হোক্ না কেন মা?

শিব। ভারি ভীতু তুমি নারদ!

নারদ। কিন্তু আমার মা ভীত নন। মার মনে হচ্ছে—হ্যাঁ আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি—মা কেবলি ভাবছেন যাকে পতিত্বে বরণ কর্ব্ব—ত্রিভুবন সমক্ষেই করব। তাতে যদি কেউ ক্ষুণ্ণ হন—রুষ্ট হন—হবেন।

সতী। হ্যাঁ, আমি স্বয়ম্বর সভাতেই যাব দেবর্ষি! প্রভু, স্বয়ম্বর সভায় কেউ তোমায় আমন্ত্রণ না করে—আমি করছি। তুমি এসো—এসে ত্রিভুবন সমক্ষে আমার বরমাল্য গ্রহণ করে দাসীর পূজা নিয়ো—প্রণাম নিয়ো—(প্রণাম)

প্রস্থানোদ্যত

শিব। তথাস্তু দেবি!

নারদ। দেখো যেন ভুলো না ভোলানাথ!

শিব। (ফিরিয়া) ভুল আমার হয়—অনেক কিছুই ভুল হয়—তাই তোমরা বল ভোলানাথ। কিন্তু জীবনে এই একটি ভুল আমার কিছুতেই হবে না সতি!

প্রস্থান

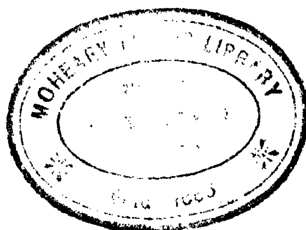
জয়া। ঐ প্রজাপতি আসছেন!

দক্ষের প্রবেশ

দক্ষ। স্বয়ম্বরের শুভলগ্ন উপস্থিত। এস মা—আশীর্ব্বাদ করি—

সতী। হ্যাঁ বাবা, আশীর্ব্বাদ কর—আশীর্ব্বাদ কর যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়!

দক্ষ। কায়মনোবাক্যে সেই আশীর্ব্বাদই করছি—আজ দ্বিতীয় কোন আশীর্ব্বাদ আমি জানিনা মা!



দ্বিতীয় দৃশ্য

দক্ষপুরীর পথ

দেবগণ

১ম দেব। ভেল্‌কি! ভাই একেবারে ভেল্‌কি!

২য় দেব। আচ্ছা কি রকম হোলো বল দেখি! গেলাম স্বয়ম্বর-সভায়—তা স্বয়ম্বরই হলো না!

৩য় দেব। আরে স্বয়ম্বর যে হোলো না সে কার দোষ!

১ম দেব। তুমি কি বল্‌তে চাও আমার দোষ?

৫ম দেব। নয় তো কি? সতী বরমাল্য হাতে সভায় যেই এলেন, তুমিই তো ভায়া গদগদ হয়ে—মা, মা, বলে ডেকে উঠলে সবার আগে।

১ম দেব। কি জানি ভাই কি রকম হয়ে গেল! সতীকে দেখে মা বলে ডাক্‌তে ইচ্ছে হল!

৪র্থ দেব। আরে আমারও যে ডাক্‌তে ইচ্ছে হল!

২য় দেব। আরে ভাই আমারও!

৩য় দেব। আমারও, আর শুধু কি আমিই, ব্রহ্মা বিষ্ণু থেকে তেত্রিশ কোটী দেবতা—বাদে শুধু ঐ ভাঙোড়!

৫ম দেব। ও ভাঙ্‌ই থাক্ আর সিদ্ধিই থাক্—ও তালে ঠিক

আছে! যোগ সাজস্—বুঝ্‌লে ভায়া যোগ সাজস্ নইলে সভায়—

৩য় দেব। নিশ্চয়! নিশ্চয়! নইলে সভার—ত্রিসীমানায় তাকে দেখলাম না···সতী এলেন, আমরা মা মা বলে চীৎকার করে উঠলাম···সতী আকাশ পানে চাইলেন, বললেন, হে মহাদেব তুমি আমার মালা নাও · এই বলে মালা ছুঁড়লেন···মালা ছুঁড়ে দিতেই মহাশূন্যে মহাদেবের আবির্ভাব!

১ম দেব। অম্নি মালাও গিয়ে মহাদেবের গলায় ঝুললো! ভেল্‌কি—ভাই, ভেল্‌কি! কিন্তু সব চেয়ে বড় ভেল্‌কি

৫ম দেব। আমরা মা বললাম। মা বললে আর গলায় মালা দেয় কি করে?

৩য়। বাবা বাবা বলে যে সতী আমাদের আদর করেন নি এই ঢের!

১ম। ভেল্‌কি—ভাই ভেল্‌কি! ভূতনাথ কি না—সব ভৌতিক ব্যাপার—

৫ম দেব। তা ভুগতে ভুগবেন সতী! এমন সব সুপাত্র রেখে—

৩য় দেব। সুপুত্র বল—

৫ম দেব। তা সুপুত্র হয়েই বলছি—মা আমার ঐ ভূত প্রেতের দৌরাত্ম্য কদিন সহ্য করতে পারেন দেখব! দক্ষরাজ তো রেগে টং! অতবড় উঁচু মাথা হেঁট হোলো তো! ওই—ওই···

দেখ—দেখ—দেখ···দেখেছ ? বাবা ভূতনাথের চেলা-চামুণ্ডারা সব আসছেন। ওঃ—উল্লাসটা দেখেছ ?

৩য়। সরে পড়াই ভালো বাবা। কার স্কন্ধে যে কে ভর করবেন তা বলা যায় না !

সকলে। চল—চল—

দেবতাগণের প্রস্থান

ভূত, প্রেত, প্রমথ স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে নন্দী ভৃঙ্গী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া নৃত্যগীত সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া আসিল

বাবার হ'ল বিয়ে—
ষাঁড়ের পিঠে চ'ড়েরে ভাই
(সাপের) খোলস্ মাথায় দিয়ে ॥
বাবার জটায় ছিলেন গঙ্গা এবার কোঠায় এলেন সতী
প্রাণের-কোঠায় এলেন সতী
আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী পেলেন পরম পতি ;
মাকে দেখে রেগে মেগে পেত্নীরা সব গেল ভেগে
(আজ) গৃহীর দীক্ষা নিলেন বাবা দাক্ষায়ণী নিয়ে ॥
মোরা মা আসবার অনেক আগে জন্মে আছি ঘরে
এই অগ্রপথিক ছেলেদের মা চিনবে কেমন ক'রে ;
বাজা রে সব বগল বাজা, আর খাবনা সিদ্ধি গাঁজা—
এই ভূতেরা সব মানুষ হবে (মায়ের) স্নেহ-সুধা পিয়ে ॥

তৃতীয় দৃশ্য

দক্ষের কক্ষ সংলগ্ন অলিন্দ। কক্ষ দ্বার রুদ্ধ। দূর হইতে সানাইএর করুণ ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে। বিবাহের উৎসব তো নাই-ই বরং কেমন একটা আশঙ্কাজনক নিস্তব্ধতা। দেহরক্ষী পিঙ্গলাক্ষ দূরে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান। ধীরে ধীরে প্রসূতি আসিয়া রুদ্ধকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইলেন। স্বামীকে ডাকিতে সাহস নাই—অথচ ··

প্রসূতি। প্রভু! প্রভু!

দক্ষ। (কক্ষ হইতে) কেন?

প্রসূতি। (নীরব রহিলেন)

দক্ষ। (দ্বার খুলিয়া) তাদের বিদায় করেছ?

প্রসূতি। (নীরব রহিলেন)

দক্ষ। এখনও যায়নি তারা? তুমি কি তবে এই চাও প্রসূতি—আমি নিজে গিয়ে তোমার কন্যাকে বলবো তোমরা এখান থেকে চলে যাও।

প্রসূতি। তারা যাচ্ছে প্রভু!

দক্ষ। অনেকক্ষণ থেকে শুন্‌ছি।···যাচ্ছে—আমি শুনতে চাইনা রাণী। শুনতে চাই তারা গিয়েছে।

প্রসূতি। সতী তোমায় প্রণাম করে যেতে চায় প্রভু!

দক্ষ। প্রণাম! হাঃ হাঃ হাঃ

সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন অব্যক্ত যাতনায় আহত প্রসূতি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন

দক্ষ। (কক্ষ মধ্য হইতে) পিঙ্গলাক্ষ!

পিঙ্গলাক্ষ। প্রভু!

দক্ষ। ওরা যাচ্ছে?

পিঙ্গলাক্ষ। (পথে দৃষ্টিপাত করিয়া) না প্রভু!

দক্ষ। (কক্ষের বাহিরে আসিয়া) ওদের রথ কি এখনও প্রস্তুত হয় নি? ওরা কি যাবে না স্থির করেছে?

পিঙ্গলাক্ষ। রথ ওরা গ্রহণ করেন নি।

দক্ষ। তাহলে কি করে যাবে? পদব্রজে যাবে? কোনও দিন কোথাও গিয়েছে নাকি? রৌদ্রে—বর্ষায় সতী যাবে পদব্রজে! বন্ধুর পথে—কণ্টকাবৃত অরণ্যে তার পা দুখানি ক্ষত বিক্ষত হবে না? ওরে, দু'পা যেতে না যেতেই যে সে লুণ্ঠিতা হবে! অসহ্য পিপাসায় নিদারুণ পথশ্রমে সে যে মূর্ছিতা হয়ে পড়বে! ওরে, সে কি করে যাবে! না—না—না তা হবে না। এ তবে তার না যাওয়ার অভিপ্রায়। তুমি যাও—রথ প্রস্তুত করে দাও—(পিঙ্গলাক্ষ যাইতেছিল—দক্ষও কক্ষমধ্যে যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া) পিঙ্গলাক্ষ! ওরা

গেলে আমায় সংবাদ দিয়ো। (পিঙ্গলাক্ষ যাইতেছিল।) দাঁড়াও।···গেলে নয়, যখন যাবে—যখন যাচ্ছে দেখবে—আমায় সংবাদ দেবে। দেখো, আবার ঘুমিয়ে থেকো না! কর্ত্তব্যকার্য্যে অধুনা তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষ্য করেছি। (পিঙ্গলাক্ষ চলিয়া গেল)—পিঙ্গলাক্ষ!

নারদের প্রবেশ

নারদ। প্রজাপতি!

দক্ষ। কে নারদ! কি সংবাদ এনেছ? (ব্যগ্রভাবে) বোধ হয় বলবে সতী যেতে চাইছে না?

নারদ। না, তা আর কি করে বলি! না গিয়ে তার উপায় আছে! তুমি আদেশ দিয়েছ—

দক্ষ। আমার সব আদেশই কি সতী সব সময় পালন করেছে? আমার আদরিণী কন্যা বলে যে তার বড় গর্ব্ব! সেই গর্ব্বে একমাত্র ঐ মেয়েই আমার আদেশও অমান্য করতে সাহস পেয়েছে—একদিন নয়—কতদিন! আজও—আজও হয়তো তাই—(ব্যাকুল দৃষ্টিতে নারদের দিকে চাহিলেন।)

নারদ। না, আজ আর তা নয়। আজ তার সে সাহস নেই।

দক্ষ। দেখেছ নারদ, দেখেছ! আজ আমার ওপর তার কোন মমতা নেই বলেই না আমার ওপর তার সকল দাবী সকল অধিকার সে নির্ম্মম হয়ে ত্যাগ করতে পেরেছে—অবিচলিত

চিত্তে আমার সকল আদেশ পালন কর্চ্ছে! যাত্রার পূ
একটি বারও তো সে আমার কাছে এল না! এসে ক্ষমা
তো চাইতে পারত!

নারদ। ক্ষমা সে চাইবে না। ভুলে যেয়ো না প্রজাপতি তুমি
তাকে মনোমত পতিনির্ব্বাচন কর্ত্তে বলেছিলে—সে
করেছে। সে তো কোন অন্যায়ই করে নি প্রজাপতি!

দক্ষ। সে নিজে এসে এ কথা বলে না কেন? তবু বুঝতাম।
একটিবার এল!

নারদ। কি করে আসবে! তুমি তার মুখদর্শন করবে না বলেছ

দক্ষ। নারদ! নারদ! আমার মুখের কথাই কি সব
আমার অন্তরের কামনা সে যদি না বোঝে—তবে এ জগ
কে বুঝবে নারদ?

নারদ। আমি এখনি সতীকে তোমার কাছে নিয়ে আস
প্রজাপতি!

দক্ষ। (ব্যাকুলভাবে) নারদ! নারদ!

নারদ। আমি এখনি যাচ্ছি—এখনি যাচ্ছি—শিব আর সতী
এখানে নিয়ে আসছি—

দক্ষ। (দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন) নারদ!...শিব! তা
এখানে কে আসতে বলছে! সাবধান নারদ। তুমি যাও
গিয়ে বল সতী যদি একা আসে—আসতে পা
নতুবা—না।

নারদ। দেখি! হয় ত বিলম্ব হয়ে গেল। হয় ত তারা এতক্ষণ যাত্রাই করেছে—

প্রস্থান

দক্ষ। পিঙ্গলাক্ষ!

পিঙ্গলাক্ষ। প্রভু!

দক্ষ। তারা যাচ্ছে?

পিঙ্গলাক্ষ। যাত্রার আয়োজন হচ্ছে।

দক্ষ। হচ্ছে! তুমি এখান থেকে চলে যাও—চলে যাও—দূরে —দৃষ্টির বাইরে—

পিঙ্গলাক্ষ চলিয়া গেল

দক্ষ ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কেহ তাহাকে দেখিতেছে কিনা।
ধীরে ধীরে গিয়া পথপানে তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে
প্রসূতি আসিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।
তাঁহাকে দেখা মাত্র—

প্রসূতি। প্রভু!

দক্ষ। (দক্ষ চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখনি সামলাইয়া লইয়া) আমি এখানে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে দেখিতে চাই তারা গেল কি না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে—তাদের তুমি লুকিয়ে রেখে বলবে তারা চলে গেছে।

প্রসূতি। এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে চায়না সে। সে তোমার

উদ্দেশেই প্রণাম নিবেদন করে বিদায় নিলে—কিন্তু তুমি কি একান্তই যাবেনা? না হয় একটা ভুল করেই ফেলেছে তবুত সে তোমারি সতী।

দক্ষ। উদ্দেশে প্রণাম করেছে! চমৎকার! চমৎকার তার বুদ্ধি! এমন বুদ্ধি নইলে কোন রাজরাজেশ্বরকে বরমাল্য না দিয়ে বরণ করে এক কুলহীন গোত্রহীন বৃষবাহন নগ্নকায় ভিক্ষুককে! উদ্দেশে প্রণাম করেছে!

নারদের প্রবেশ

নারদ। প্রজাপতি পারলাম না! তারা চলেই যাচ্ছে! ঐ দেখ···দেবী কাঁদছেন! তুমি একবার চল প্রজাপতি!

প্রসূতি। প্রভু, একবার চল। দাসী ভিক্ষা চাইছে একবার চল—

দক্ষ। কেন যাব প্রণাম করাতো তার হয়েই গেছে!

প্রসূতি। তুমি তাকে আশীর্ব্বাদ করবে চল!

দক্ষ নীরব রহিলেন

প্রসূতি। সন্তান যখন ভুল করে—সন্তান যখন অন্যায় করে, আশীর্ব্বাদ যে তখনই সবচেয়ে বেশী আবশ্যক নাথ!

দক্ষ। প্রণাম যদি উদ্দেশে চলে, আশীর্ব্বাদও উদ্দেশে চলতে পারে!

পিঙ্গলাক্ষের প্রবেশ

পিঙ্গলাক্ষ। প্রভু তাঁরা রথ নিলেন না। পদব্রজেই যাত্রা করছেন!

প্রসূতি। যাত্রা করছে! কিন্তু আমি যে তাকে আশীর্ব্বাদ করলাম না!

সতীর প্রবেশ

সতী। তোমার আশীর্ব্বাদই নিতে এলাম মা; পিতার আশীর্ব্বাদ আমি পাবনা জানি।

প্রসূতিকে প্রণাম করিয়া দূর হইতে দক্ষকে প্রণাম করিলেন

দক্ষ। তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ করছি মা। কিন্তু···তোমার স্বামীকে আশীর্ব্বাদ করতে পারলাম না!

সতী। তা যখন পারলে না, তখন আমাকেও তুমি আশীর্ব্বাদ করোনা বাবা।

প্রস্থান করিতেছিলেন

দক্ষ। (আর্ত্তকণ্ঠে) সতি!

সতী। (ছুটিয়া আসিয়া) বাবা!

দক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইলেন এবং
কক্ষমধ্যে চলিয়া গেলেন

সতী। মা! মা!

প্রসূতি বুকে টানিয়া লইলেন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাস

সমুচ্চ গিরি-শিখরে উচ্চ দেবদারু বৃক্ষের নিম্নে বেদী, সেখানে শিব যোগাসনে আসীন। নিম্নে হরীতকী বন, নিম্ববৃক্ষের শ্রেণী সেখানেও বসিবার বেদী। পশ্চাতে রজতধারা অলকনন্দা বহিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে কর্ণিকার পুষ্পতরু, বিল্ববৃক্ষ, ধুস্তুর পুষ্প-রাজি। সর্বনিম্নে সবিস্তৃত প্রাঙ্গণ—সেখানেও বেদী আছে এবং মধ্যস্থলে আছে একটি সুবিশাল সিদ্ধিপাত্র ও সুবৃহৎ ঘোঁটন দণ্ড। প্রাঙ্গণে ভূতপ্রেত প্রমথ পিশাচ প্রভৃতি শিবানুচরগণ সতীর সম্মুখে বসিয়া আছে

ভূত। তোর এখানে কোন কষ্ট হচ্ছেনা তো মা?

সতী। না বাবা, কষ্ট কেন হবে! এত আনন্দ আমি আর কখনো পাইনি।

প্রেত। আমরা এ-কথা ভাবতেই সাহস পাইনা যে তুই আমাদের মা। আমরা যে বড়ই কদাকার বড়ই কুৎসিত!

সতী। ছিঃ বাবা! ও-কথা বলতে নাই। সন্তান যত কুৎসিতই হোক্, মায়ের চোখে নয়।

পশাচ। আমাদের ঘৃণা করিসনে মা! আমরা বড়ই দুঃখী!

সতী। তোমরা আমার সন্তান। সন্তানকে কেউ কখনো ঘৃণা করে বাবা?

প্রমথ। তোকে মা বলে ডাক্লেই আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তাই তো যখন তখন তোর কাছে ছুটে আসি মা!

সতী। না এলে আমারও যে ভালো লাগেনা বাবা!

তাল। বাবার যা কিছু ধনরত্ন সে হচ্ছি আমরা—দেখতেই তো পাচ্ছিস! এত বড় রাজার মেয়ে তুই, এখানে কি তোর মন টিক্‌বে মা?

সতী। কিন্তু আমি যে ইচ্ছা করেই তোমাদের মা হয়েছি বাবা—সব জেনে শুনেই তোমাদের ঘরে এসেছি!

বেতাল। থেকে থেকে তোর মুখে কি যেন দুঃখের ছায়া পড়ে। আমাদের বুকের পাঁজরা ফেটে যায়। জানি মা, আমরা তোর অতি তুচ্ছ সন্তান—তবু যদি বলিস তোর কি কষ্ট, কি দুঃখ—

সতী। না বাবা, কিসের আবার দুঃখ-কষ্ট! মনোমত স্বামী পেয়েছি, তোমাদের মত সন্তান পেয়েছি, কোন দুঃখই আমায় স্পর্শ করতে পারছেনা।…এখন তবে উঠি—তোমাদের বাবার ধ্যানভঙ্গ হল কিনা দেখে আসি—

সতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল

তাল। দাঁড়া মা, একটু দাঁড়া, পায়ের ধূলো দে—

সতী। সারাদিনে কতবার তোরা পায়ের ধূলো নিবি বল ত ?

বেতাল। ভালো লাগে মা !

সকলে ভিড় করিয়া সতীর পদধূলি নিল। সকলের প্রচণ্ড আনন্দ ও গর্ব্ব। নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। তাই তো ভাবছিলাম মা গেল কোথায়! হতভাগার এখানে মাকে নিয়ে হৈ চৈ করচে—আর আমি কিনা যেথানে সেখানে খুঁজে বেড়াচ্ছি! ওরে হতচ্ছাড়ারা মাকে যদি তোর সব সময় এমনি জ্বালাতন করিস, মার একটা অসুখ বিসুখ হয়ে পড়বে যে !

তাল। তাই বলে আমরা আসবনা নাকি! তবে আমাদেরও অসুখ বিসুখ হবে, সে তোমায় বলে রাখছি মা !

সতী। না বাবা, নন্দীর এ-কথা তোমরা শুনো না।

সতীর প্রস্থান

সকলে।
নন্দী দাদা হেরে গেল।
পা দুখানি খোঁড়া হল ॥
ভাঙের ভাগ যদি পাই।
নেচে নেচে চলে যাই ॥

নন্দী। শুনেছ, হতভাগাদের কথা শুনেছ! "ভাঙের ভাগ যদি পাই! নেচে নেচে চলে যাই!" বেশ দিচ্ছি, মণ খানেক সিদ্ধিই লাগবে দেখচি! তা লাগে লাগুক, তবু হাড়ে একটু বাতাস লাগুক! (পাত্রে সিদ্ধি ঢালিয়া) নে, এখন ঘোঁট্—ওরে মহাসিদ্ধির দল—তোরা কোথায়? তোরাও আয়!

কৈলাসবাসিনীরাও ছুটিয়া আসিল। সিদ্ধি ঘোঁটা হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গাহিতে লাগিল :—

গান

যদি বুদ্ধির শ্রীবৃদ্ধি চাও সিদ্ধি খাও—সিদ্ধি খাও!
মোক্ষ মুক্তি ঋদ্ধি চাও, কিম্বা অষ্টসিদ্ধি চাও
সিদ্ধি খাও সিদ্ধি খাও॥
ওরে স্বর্গের অলম্বুষ—ওরে মর্ত্ত্যের লেদ্ধড়ুস্
শিব লোকে এই আসার ঘুষ মহাসিদ্ধির মহিমা গাও।
এই কৈলাসী ষাঁড়ের নাদ্, খেয়ে হও দাদা প্রেমোন্মাদ,
পাইয়া ঈষৎ এর প্রসাদ মৃত্যু বুড়োরে বগ্ দেখাও॥
বড়দিদি ইনি হন্ গঞ্জিকার
খেলে ঘুচে যায় যত ভব বিকার
সব দুঃখ শোক হবে পগার পার—
ছটাক খানিক খেয়ে গলা ভিজাও॥

মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল সিদ্ধিপাত্র হাতে ভৃঙ্গী আসিয়া বসিল এবং মহা অনুষ্ঠান সহকারে সিদ্ধি খাইতে লাগিল

ভৃঙ্গী। হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
বামে শোভে সতী

সিদ্ধিপান

জয়ার প্রবেশ

জয়া। ও ভৃঙ্গী ঠাকুর—একটা কাজ করনা—

ভৃঙ্গী। এই যে, এস-এস,। তা মাণিকজোড়ের কোনটি তুমি?

জয়া। কি বিপদ নামটাও মনে রাখতে পার না।

ভৃঙ্গী। দাঁড়াও। বিজয়া···না···জয়া!

জয়া। জয়া।

ভৃঙ্গী। জয়া—জয়া—জয়া···কী কটমটে নাম বাবা! কে রেখেছিল বলতে পার?

জয়া। জয়া নামটা হল কটমটে—আর ভৃঙ্গী নামটা বুঝি খুব—

ভৃঙ্গী। ভারী মিষ্টি! একেবারে যেন একপাত্র টাট্‌কা ভাঙ্গ (সিদ্ধিপান)

হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
বামে শোভে সতী!

(একপাত্র জয়ার সম্মুখে ধরিয়া) চলবে?

জয়া। এ কোথায় এসে পড়েছি! কেবল ভাঙ্! কেবল সিদ্ধি! নেশা ছাড়া কথা নেই।...বলি শুনছ?

ভৃঙ্গী। একটু জোরে বল—ভালো শুনতে পাচ্ছিনা—একটু উর্দ্ধলোকে উঠেছি কিনা—

হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
বামে শোভে সতী!

জয়া। এই সেরেছে! বলি বেলপাতাগুলো পাড়বে কে?

ভৃঙ্গী। (আকারে ইঙ্গিতে জানাইল—শুনিতে পাইতেছে না)

জয়া। (কানের কাছে মুখ লইয়া উচ্চৈঃস্বরে) বেলপাতা—বেলপাতা—

ভৃঙ্গী। যেন বহু দূর হইতে উত্তর দিতেছে) শুনেছি—এনে দিচ্ছি—

হর হর ব্যোম্ ব্যোন্
বামে শোভে সতী!

জয়া। এখানেই এনো—আমি ততক্ষণ ফুল তুলছি।

ভৃঙ্গী টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। জয়াও উদ্যানে চলিয়া গেল।
...চোরের মত চুপি চুপি তাল ও বেতাল আসিয়া
জয়াকে চুরি করিয়া দেখিতে লাগিল

বেতাল। কোনটি? ছোটটি না বড়টি?

তাল। আরে ওদের কে যে বড় কে যে ছোট সেই নিয়েই তো গোল! কখনো মনে হয় এ বড় কখনো মনে হয় এই ছোট।

বেতাল। আর দুজনকে যখন একসঙ্গে দেখি···তখন তো কিছু বোঝবারই যো নেই···

তাল। তা হলে এখন কি করবি বল ভাই বেতাল!···বাবা কর্লেন বিয়ে আর ছেলেরা থাকবে আইবুড়ো! বাবার মতলবই যে তা নয়, নইলে মার সঙ্গে ওরা আসে কেন?

বেতাল। বটেই তো! বাবা তো শুধু মাকেই বিয়ে করেছেন— ওদের তো করেন নি। ওদের যখন এনেছেন—বুঝতে হবে এই তাল বেতালের জন্যই এনেছেন।

তাল। এখন কথা হচ্ছে একটি হবে তোর বৌ, একটি হবে আমার বৌ।···এখন কোনটি তোর কোনটি আমার এই নিয়েই তো গোল। তা আমি বলি কি গোলই বা কেন! বড়টি বড়র আর ছোটটি ছোটর। ঠিক্ কিনা?

বেতাল। ঠিক্ই তো। ওটি আমার।

তাল। আরে যা! ও যে ছোট, ও হবে আমার।

বেতাল। ছোট নয়, ছোট নয়, ঐটিই বড়। আমি ওর নাক দেখে বুঝছি—দেখছিসনা নাকটা একটু বেশী লম্বা—

তাল। না, লম্বা না।

বেতাল। আমি দেখেছি লম্বা। তুই না বললেই হবে!

তাল। তুই ভুল দেখছিস। তোর চোখে ছানি পড়েছে।

বেতাল। চটাস্‌নি বলছি···বেশী বাড়াবাড়ি করবি তো···তোকে তাল পাকিয়ে এমনি ছুঁড়ে মার্‌ব...যে গাছের তাল গাছে গিয়ে ঝুলবি!

তাল। তবে রে বেতাল···তাল কাকে বলে তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি—

উভয়ের যুদ্ধোদ্যম। তবলার বোল আওড়াইয়া যুদ্ধ

ছুটিয়া জয়ার প্রবেশ

জয়া। কি হ'ল—? কি হ'ল? আরে, হল কি?

তাল। (যুদ্ধ না থামাইয়া বেতালকে) ঐ তো এসেছে। মেপে দেখলেই হয়—

বেতাল। বেশ্‌ তো।

যুদ্ধ ক্ষান্ত। কিন্তু জয়ার সম্মুখে উভয়েই কেমন ঘাবড়াইয়া গেল।
তথাপি ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—
হাত তুলিয়া জয়ার নাক মাপিবার জন্য

জয়া। ওমা! এ আবার কি সং!···এ কি হচ্ছে?

বেতাল। আমরা তোমার নাক মাপব।

জয়া। নাক মাপবে কি গো!

তাল। কতখানি লম্বা তাই দেখব।

জয়া। তবে রে হতচ্ছাড়া! ঝাঁটা গাছটা কই? তোমাদের ভূত আমিই ছাড়াচ্ছি—

তাল। বেতাল, এটা তোর—(পলায়ন)

বেতাল। না—না, এইটেই তোর—(পলায়ন)

জয়া। এ কোথায় এসে পড়েছি ভূতের দৌরাত্ম্যে মারা গেলুম যে—রাতদিন গা ছম্‌ছম্‌ করে!

সতীর প্রবেশ

সতী। কি রে জয়া? বেলপাতা কই? পূজো করব কখন?

জয়া। আগে প্রাণটা তো বাঁচাও, তার পর পূজো—

সতী। কেন, আবার কি হল?

জয়া। ভূতের রাজ্যে এসে পড়েছি—যা হবার হচ্ছে।...সেদিকে তাকাও...দেখবে নেশা-নেশা-কেবল নেশা রাতদিন নেশাই করছে—! নেশার ঝোঁকে হয় সব ঝিমুচ্ছে না হয় লাফাচ্ছে... না হয় গড়াচ্ছে। এখানে কে কার কথা শোনে—! কাজটাজ এখানে কিছু নেই! বেলপাতা! তোমার সেই ভৃঙ্গী—আমার নামই মনে রাখতে পারেনা—কখনো ডাকছে জয়া কখনো ডাকছে বিজয়া কখনোবা মা! মা! বলে ভেউ ভেউ করে কেঁদেই আকুল। বহু কষ্টে বেলপাতা আনতে পাঠিয়েছি। ভালো করে তা তার কানে ঢুকেছে কিনা তাই বা কে জানে!

সতী। না, ঐ তো আসছে—মিছিমিছি তোরা ওদের দোষ দিসনে জয়া!

ভৃঙ্গীর প্রবেশ

ভৃঙ্গী। (সতীকে) এই যে বিজয়া !

জয়া। (সতীকে) শুনলে তো ? শুনলে তো ? তুমি হলে কিনা বিজয়া ?

ভৃঙ্গী। (সতীকে) ও···তুমি তো মা !

হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
বামে শোভে সতী—সতী—

যার নাম কখনো ভুলি—তুমি কি ভাব আমাকে—? (জয়াকে) আর তুমি—তুমি কোনটি ? মাণিকজোড়ের কোনটি তুমি বলতো—?

জয়া। গলায় দড়ি দিয়ে অলকনন্দায় ডুবে মরগে যাও—

সতী। ছিঃ জয়া !

ভৃঙ্গী। বাঁচালে মা ! নামটা মনে করিয়ে দিলে। জয়া জয়া জয়া কি কটমটে নাম রেখেছিল তোমার বাপ মা ভুল হবেনা মা—তুমিই বলতো ! নাম হচ্ছে ভৃঙ্গী—বলেছ কি মনে হবে এক পাত্র ভাঙ্ই মেরে দিলে !—(জয়াকে) তা নাও তোমার দ্রব্য নাও—

জয়া। একি এ যে আল্‌তা !—

ভৃঙ্গী। আল্‌তাই তো বলেছিলে, না চাল্‌তা বলেছিলে ?

জয়া। (সতীকে) শুন্‌লে ! বল্‌লাম বেলপাতা, শুন্‌লো আল্‌তা,

আন্‌লো আল্‌তা।—যাও সখী, এদের নিয়ে ঘর সংসার করতে পার কর। আমি পারবোনা।

ভৃঙ্গী। আহা রাগ কর কেন।—যাচ্ছি বেলপাতা এখনি এনে দিচ্ছি—বেল্‌পাতার রাজ্যে বেল্‌পাতা আনতে কতক্ষণ। তা আল্‌তা যখন এনে ফেলেছি, মার পায়ে দিয়ে দিস্‌ বিজয়া। (চলিল)—

জয়া। আবার বিজয়া, আমি আত্মহত্যা করবো সতী!

ভৃঙ্গী। (যাইতে যাইতে) হর হর ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ বামে শোভে সতী!

প্রস্থান

সতী। জয়া! আনন্দে আমার দেহ রোমাঞ্চ হয়ে উঠ্‌ছে?—ও কি করে জান্‌লো?—

জয়া। কে জান্‌লো?

সতী। ভৃঙ্গী—

জয়া। কি?—

সতী। প্রভু যে কাল আমায় ওই আল্‌তার কথাই বলেছিলেন! বলছিলেন সতী, কেশ কলাপে সুগন্ধি তেল দিয়েছ, বেণীতে দুলিয়েছ স্বর্ণফুল, কপোলে এঁকেছ অলকা, ললাটে এঁকেছ চন্দন লেখা…চরণ দুখানির কথাই শুধু ভুলে গেছ সতি! ও ভুল তুমি আমায় সংশোধন করতে দেবে সতী?

জয়া। ওমা বল কি! শিব বল্‌লেন!

সতী। কি লজ্জা যে পেলাম জয়া তা বলবার নয়।—ঘুম থেকে উঠেই তোমাদের ব'লব ভেবেছিলাম, কিন্তু লজ্জায় পারছিলাম না। আমার ভক্ত সন্তান তা বুঝতে পেরেছিল তাই এনে দিয়ে গেল!

পুষ্প প্রসাধন লইয়া গাহিতে গাহিতে বিজয়ার প্রবেশ

গান

দেবী তোমার চরণ কমল রাঙা তরুণারুণ রাগে,
রাঙা আবির কুঙ্কুম ফাগে।
কি হবে আল্‌তা পরায়ে ওপায় (যে পায়)
সন্ধ্যা ঊষা সদা জাগে॥
রাঙা রামধনু হেরিয়া যে পায়
উঠিয়া লুকায় নিমেষে লজ্জায়—
অশোক কিংশুক অঞ্জলি হয়ে, চরণে শরণ মাগে॥
তব চরণ-রাগ নব বসন্তে
জাগে ফুলদলে নারী সীমন্তে,
রবি শশী তারা হ'ল জ্যোতির্ম্ময়—তব চরণ অনুরাগে

বিজয়া গাহিতে লাগিল। জয়া সতীর প্রসাধনে মনোনিবেশ করিল। সতীর খোঁপায় ফুল গুজিয়া দিল, হাতে দিল পুষ্প বলয়। কর্ণিকার পুষ্পের কুণ্ডল গড়িয়া কর্ণে দিল। ধীরে ধীরে অদূরে শিব আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রসন্ন দৃষ্টিতে সতীর প্রসাধন দেখিতে লাগিলেন। বিজয়া ইহা দেখিতে পাইয়াও দেখিতে পায় নাই ভাণ করিয়া জয়াকেও ইঙ্গিতে দেখাইল। গান শেষ হইল

বিজয়া। জয়া আমি ঝরণায় জল্ আন্‌তে যাচ্ছি।

প্রস্থান

জয়া। আমারও যে কি একটা কাজ—চললাম সতী।

সতী। তোমরা দুজনেই যাবে? তবে আমায় আলতা পরিয়ে দেবে কে?

জয়া। সে লোকের অভাব হবেনা সখী! ও চরণ দুটি স্পর্শ করতে পেলে অনেকেই ধন্য হবে!

প্রস্থান

শিব। দেবীর যদি অনুমতি হয়—ও-ভুল আমিই সংশোধন করি—

সতী চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখেন শিব; ভারী লজ্জা পাইলেন। শিব সতীর সম্মুখে আসিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সতী তাঁহার বসন প্রান্ত দিয়া পা দুখানি ঢাকিলেন

সতী। (শিবের প্রতি, সাম্নুনয়ে) না—না—না—

অদূরে জয়া বিজয়া লুকাইয়া ছিল। তাহারা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

সতী। (তৎক্ষণাৎ সহজভাবে দাঁড়াইয়া) কে?

শিব। জয়া বিজয়ার জয় হোক্।

সতী। কী দুষ্টু মেয়ে তোমরা! এই বুঝি ঝরণায় জল আনতে যাওয়া!

জয়া বিজয়া আত্মপ্রকাশ করিল

বিজয়া। ভৃঙ্গার ফেলে গিয়েছি যে!

জয়া। এ ভুল আমায় সংশোধন করতে দেবেনা সতী?

দুষ্ট হাসি হাসিয়া জয়া বিজয়া পলাইল

শিব। তোমার শুভাগমনে কৈলাসের মহাশ্মশানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে সতী! শ্মশানবাসী শিবকে তুমি গৃহবাসী করেছ। কৈলাসের প্রতি অণুপরমাণুতে আজ প্রাণের স্পন্দন! জীবনে যে এত মাধুর্য্য আছে আমি জানতামনা দেবি!

সতী। আমার জীবনও যে ধন্য হয়েছে প্রভু!

শিব। কিন্তু সতি! যখনি ভাবি কি বেদনা বুকে নিয়ে আনন্দময়ীমূর্ত্তিতে কৈলাসে আনন্দ বিতরণ কর্চ্ছ···আমার মধুস্বপ্ন ভেঙ্গে যায়···শুধু মনে হয় সতী সুখী নয়—সতী সুখী নয়।

সতী। না প্রভু, আমি নিশ্চিত জানি কোন ক্ষোভই আমাদের থাক্‌বে না। সন্তানের ওপর পিতার ক্রোধ কতদিন থাকে?

আমার মায়ের অশ্রুধারা কি বৃথাই বইছে? সে কথাও ন
হয় থাক্—আমি যে এখানে কি যত্নে কি সুখে কি গৌরবে
আছি তা জেনেও কি বাবা আমার প্রসন্ন হবেন না? তোমা
করুণা-সুন্দর দৃষ্টিপাতে জগতের সকল ক্রোধ সকল অশাি
দূরে চলে যায়, ঐ দৃষ্টি কি ব্যর্থ হবে শুধু আমার পিতা
কাছে?

শিব। ব্যর্থ হবে। শুধু ব্যর্থ হবেনা, তাঁর ক্রোধানল দ্বিগু
প্রজ্বলিত হবে···যদি আমাদের দেখা হয়।···আর তা হ
বলেই, শোন সতি, আজ ভৃগুর গৃহে মহাযজ্ঞে আমার নিমন্ত্র
হয়েছে—কিন্তু আমি তা রক্ষা করবনা স্থির করেছি।

সতী। না—না—কেন?

শিব। আমাকে দেখা মাত্র তাঁর মনে হবে আমাকে বরমাল
দিয়েই তাঁর আদরিণী কন্যা আজ ভিখারিণী—যে কন্যা রাজ
রাজেন্দ্রাণী হলেও তাঁর তৃপ্তি হতনা?

সতী। কন্যার বিবাহে পিতার তৃপ্তিই কি সব? কন্যার তৃপ্তি
কি কিছুই নয়? তবে কি প্রয়োজন ছিল স্বয়ম্বরের আয়ো
জনে?—নিমন্ত্রণ তোমাকে রক্ষা করতেই হবে।

শিব। যজ্ঞে আমি উপস্থিত থাক্‌লে তোমার পিতা নিজেকে
অপদস্থই মনে করবেন সতি!

সতী। তা যদি করেন তিনি ভ্রান্ত হয়েই করবেন।

শিব। না সতী, থাক্। তোমার প্রেমে আমি আচ্ছন্ন অচেতন

হয়ে আছি এই ভালো। মান চাইনা, সম্মান চাইনা, পূজা প্রত্যাশা করি না—কিছু চাইনা—শুধু চাই তোমাকে। আমি যাব না।

সতী। ত্রিলোকপূজ্য দেবাদিদেব মহাদেব তুমি। যজ্ঞে আমন্ত্রিত ত্রিভুবন তোমার দর্শন-পুণ্য কামনা কর্চ্ছে। আমার পিতা তোমাকে দেখে ক্ষিপ্ত হবেন, তা শুনে আমি মনে ব্যথা পাব, এই আশঙ্কা করে তুমি যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা না কর—এই মহাসম্মান প্রত্যাখ্যান কর—তবে আমি বুঝ্‌বো আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হবার অনুপযুক্ত। ত্রিভুবন তোমায় যে সম্মান দিতে লালায়িত শেষে আমিই তোমার যে সম্মান প্রত্যাখ্যানের কারণ হলাম প্রিয়তম! এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো—মৃত্যু ভালো!

শিব। নন্দী!

নন্দীর প্রবেশ

শিব। ভৃগুগৃহে মহাযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। যাত্রার আয়োজন কর।

নন্দীর প্রস্থান

সতী। প্রভু! প্রভু!—

শিব। প্রিয়া!…আমি শুধু এই চাই তুমি সুখী হও সুখী হও! কিন্তু কি কর্লে যে তুমি সুখী হবে, আমি ভেবে পাইনা প্রিয়া।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দক্ষের কক্ষের অলিন্দ

দক্ষ ও নারদ

নারদ। ভৃগুযজ্ঞে তুমি যাবে না, তুমি বল্‌ছ কি প্রজাপতি!

দক্ষ। সব যজ্ঞেই যে যেতে হবে, তোমার নারদ সংহিতায় কি এমন কোন বিধান আছে?

নারদ। কিন্তু যজ্ঞের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে চল্‌বে কেন? তুমি হচ্ছ গিয়ে প্রজাপতি—

দক্ষ। নারদ! তুমি ভৃগুকে গিয়ে ব'লো আমি অসুস্থ—

নারদ। মিথ্যা কথাটা আমায় দিয়ে নাই ব'লালে। আর কাউকে পাঠাও—

দক্ষ। মিথ্যা! মিথ্যা বলছি আমি দক্ষ! (সকরুণ দৃষ্টিতে) আমি ঘুমুতে পারি না—আমি ঘুমুতে পারি না নারদ! সারারাত কত চেষ্টা করি আমি ঘুমুতে পারি না!

নারদ। কী সর্ব্বনাশ! তবে তো অসুখই বটে। কিন্তু প্রজাপতি! অনেক দুরারোগ্য রোগও যজ্ঞের ধূম স্পর্শে শান্তি হয়।

দক্ষ। আমার হবে বৃদ্ধি।—

নারদ। তা যদি হয় তবে এ অবস্থায় না যাওয়াই ভালো

ভৃগুভায়া যজ্ঞটা খুব ঘটা করেই করছেন। মহাযজ্ঞই বলা যায়। রাত্রে চন্দ্রদেব দিনে সূর্য্যদেব দ্বার রক্ষা করছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অভ্যর্থনার ভার নিয়েছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা বৃহস্পতির সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করছেন। রন্ধনশালায় স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী। ভুজ্যতাং দীয়তাং শব্দ যজ্ঞের মন্ত্রকেও ডুবিয়ে দিয়েছে।

দক্ষ। তুমি চলে এলে কেন?—

নারদ। তোমাকে না দেখে মন্‌টা ভারী খারাপ হয়ে গেল। ভৃগুও বার্ বার্ তোমারই অনুসন্ধান করতে লাগ্‌লেন। দেবতারাও তোমার কথা বল্‌ছিলেন।

দক্ষ। তা তো বল্‌বেনই আমি জানি। একমাত্র আমিই এখন তাদের আলোচ্য বিষয়। ত্রিলোকের সম্মুখে সম্মান হারিয়ে কি অবস্থায় কালযাপন করছি,—দেবতাদের দেখ্‌তে ইচ্ছা হবে না?—নিশ্চয়ই হবে। সে বর্ব্বরটাও তো এসেছে? —আসেনি?

নারদ। কার কথা বলছ? ওঃ মহাদেব? (দক্ষ মুখবিকৃত করিলেন) না, তাঁকে দেখিনি। তবে তাঁর বাহনটা সিংহদ্বারে বাঁধা আছে দেখলাম।

দক্ষ। তাহ'লে এসেছে।···রন্ধনশালায় লক্ষ্মী ঠাকৃরুণ কেন!— তিনি আবার রন্ধনশালার ভার কবে নিয়ে থাকেন?··· ভাণ্ডারের ভারই তো তিনি গ্রহণ ক'রে থাকেন! আর কাউকে পাওয়া গেল না বুঝি? কেন ভৃগু তো যাগযজ্ঞ

তৃতীয় দৃশ্য

ভৃগুগৃহে যজ্ঞশালার বহির্ভাগ

নানাবিধ আসন

নেপথ্যে যজ্ঞ মন্ত্র। কয়েকজন দেবতা

১ম। অভ্যর্থনাগৃহে আর কতক্ষণ বসে থাকবে হে। চল, যজ্ঞ দেখে আসি—

২য়। দক্ষ না আসাতে যজ্ঞটা তেমন সরস হল না। গিয়ে কোন লাভ নেই ; এই বেশ আছি।

১ম। দক্ষ এলে বেশ হতো। এসেই তো শিবকে ভাঙোর বলে গাল দিত—অমনি যুদ্ধং দেহি—বুঝ্‌লে ভায়া—কি মজাটাই হ'তো! নাঃ আজ সব পণ্ড হলো।

৩য়। বাইরে দেখলাম নন্দী তো শূল উঁচিয়েই আছে! একবার পেলেই হয়—এই ভাবটা।—

৪র্থ। কিন্তু দক্ষের কি দম্ভ দেখেছ! এলই না!

১ম। আমার স্ত্রী আজ পিত্রালয়ে যাবেন। মাথার দিব্য দিলেন যেয়ো না—তাও শুনলাম না। সব দিকই নষ্ট হলো।

২য়। যুদ্ধের সাধটা বাড়ীতেই মিটবে এখন!

দ্বিতীয় অঙ্ক

পঞ্চম ছুটিয়া আসিল

৫ম। ওহে শুনেছ ?—শুনেছ ? ভারী সু-খবর।

১ম। কি ?—কি ?—

২য়। কি হে কি ?

৫ম। "নারদ-নারদ" বল—"নারদ-নারদ" বল। বেঁধে গেল আর কি !—

১ম। কি হল ? কি হল ?

৫ম। নারদ থাক্‌তে আবার আমাদের ভাবনা !—গিয়েছিল।

২য়। কোথায় ?—

৫ম। দক্ষালয়ে।

৩য়। কেন ?

৫ম। ধরে আন্‌তে।

সকলে। এনেছে ?—এনেছে ?—

৫ম। না আন্‌তে পারলে ওর নাম কি নারদ হত ! গিয়ে হাতে পায়ে ধরে রওনা করেছে। প্রজাপতি আস্‌ছেন রথে—আর নারদ এসেছেন ঢেঁকিতে···তা ঢেঁকিই আগে এসেছে।

৩য়। দক্ষ আসছে ! তাহলে তো সিংহদ্বারেই লেগে যাবে। স্বয়ং নন্দী সেখানে শূল উঠিয়ে রয়েছে—চল হে চল—এতক্ষণে মনে হচ্ছে—হ্যাঁ যজ্ঞটা জম্‌বে—

সকলে। চল—চল—চল—

সকলের প্রস্থান

অন্য দিক দিয়া শিবসহ নারদের প্রবেশ

শিব। তুমি বলছ কি নারদ! প্রজাপতি আমার উপর প্রসন্ন!

নারদ। মহাপ্রসন্ন বলুন।

শিব। তুমি সত্য বলছ নারদ?

নারদ। দেবাদিদেব মহাদেব আমার রহস্যের পাত্র নন।

শিব। নন্দী!—না, থাক্।

নারদ। নন্দীকে কেন?

শিব। প্রজাপতি প্রসন্ন হয়েছেন—অথচ সতী আমার এখনো এ কথা জানে না! ভাবছি নন্দীকে দিয়ে সতীকে এখনি এ সংবাদ দি—ইচ্ছা হচ্ছে আমি নিজে যাই··· আমার বিশ্বাস হচ্ছে না নারদ!

নারদ। তিনি এই এলেন বলে। এলেই কি কাণ্ড হয় দেখুন। যজ্ঞের মত যজ্ঞ রইবে পড়ে—আপনাকে রথে তুলে নিয়েই তিনি ছুটবেন কৈলাসে—কৈলাসে গিয়ে সতীমাকে বুকে টেনে নিয়ে আপনাকে পাশে বসিয়ে রথে ছুটবেন কনখলে। কনখলে তো সবাই নাচছে! প্রস্থতিমা এমন উৎসবের ব্যবস্থা করছেন যে আমার তো মনে হল ওরা বুঝি আপনাদের আবার নূতন করে বিয়ে দেবে!

শিব। নারদ! নারদ! তবে এতদিন পর—এতদিন পর সতী আমার সুখী হবে!

নারদ। সতী সুখী নয়! তুমি বলছ কি মহাদেব?

শিব। সে বলে সুখী, তুমি দেখবে সুখী—কিন্তু নারদ, আমি তো জানি, আমি তো বুঝি কোন্ বেদনার গুপ্তধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো তার অন্তরতম অন্তরে নিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে!···নারদ! নারদ! তোমার মহাদেবের একমাত্র তপস্যা সতী সুখী হোক—সতী সুখী হোক্! তোমার মহাদেবের আজ একমাত্র কামনা যোগ নয়—যাগ নয়—যজ্ঞ নয়—শুধু সতী—সতী—সতী—

নারদ। মোহমুগ্ধ ভগবান! কি সুন্দর!···কিন্তু পরিণাম? (শিহরিয়া উঠিয়া) জানি না।

নেপথ্যে রথের ঘর্ঘর শব্দ শোনা গেল। জয়বাদ্য, জয়ধ্বনি উঠিল :—
"প্রজাপতি দক্ষের জয়! প্রজাপতি দক্ষের জয়!
প্রজাপতি দক্ষের জয়!"

নারদ। ঐ প্রজাপতি আসছেন।

দেবতারা আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ভৃগু প্রভৃতি যজ্ঞশালা হইতে আসিলেন

শ্বশুরকে প্রণাম করতে ভুলোনা ভোলানাথ!

শিব। প্রণাম!—আমি!

নারদ। হ্যাঁ, উনি যে শ্বশুর—

শিব। কিন্তু আমি যে—

নন্দীর হাত ধরিয়া দক্ষের প্রবেশ

দক্ষ। কোথায়—কোথায় মহাদেব?

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব ব্যতীত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

১ম দেবতা। (জনান্তিকে) শিব উঠে দাঁড়াননি!

২য় দেবতা। শ্বশুরকে শিব প্রণাম করলেনা!

৩য় দেবতা। ব্রহ্মা বিষ্ণুও ওঠেননি!

৪র্থ দেবতা। ব্রহ্মা দক্ষের পিতা—উনি কেন উঠ্‌বেন?

৫ম দেবতা। বিষ্ণু পিতৃসখা—দক্ষের নমস্য।

১ম দেবতা। কিন্তু শিব তো জামাতা!···আর দেখতে হবে না—

দক্ষ। ভৃগু, এসেছিলাম তিরস্কার করতে তোমাকে। কিন্তু আর তার প্রয়োজন নেই। অথবা প্রয়োজন আছে। কেন তুমি ঐ জাতিহীন গোত্রহীন, বৃষবাহন অর্দ্ধোলঙ্গ ক্ষিপ্ত ভিক্ষুককে নিমন্ত্রণ করেছ?—আচার জানেনা—শীলতা নাই শ্বশুরকে প্রণাম করবার সামান্য কর্ত্তব্যবুদ্ধিটুকুও নেই!

নন্দীর শিবনিন্দা অসহ্য বোধ হইল। আক্রমণোদ্দেশ্যে শিবের অনুমতি পাইবার জন্য—

নন্দী। প্রভু! প্রভু!—

শিব নির্ব্বিকারচিত্তে শান্ত সৌম্য ভাবে হস্তোত্তোলন করিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন

ভৃগু। (শ্মশ্রু দোলাইয়া) কি করে থাকবে! ভূত প্রেত পিশাচ নিয়ে যার সমাজ,...সিদ্ধি আর গঞ্জিকা সেবনে যার মস্তিষ্ক বিকৃত, বৃষ যার বাহন···সে তো অসভ্য বর্ব্বর। ওকে এ-যজ্ঞে আহ্বান করবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না—কিন্তু ব্রহ্মার বিধান আমি কি করে লঙ্ঘন করি! ধিক্ তোমার কন্যাকে—সে কি না মালা দিল এরই গলে!

দক্ষ। হয়তো সেইজন্যই ওর আজ এত দম্ভ! ব্রহ্মা পিতা—আমার নমস্য। বিষ্ণু পিতৃসখা—আমার নমস্য। কিন্তু ও না আমার জামাতা? তোমার অহঙ্কার আমি চূর্ণ করছি—আমি দক্ষ প্রজাপতি—আমি আজ বিধান দিচ্ছি—আজ থেকে জগতে যজ্ঞ হবে শিবহীন।

নন্দী। প্রজাপতি! প্রজাপতি! উনি কেন প্রণাম করেন নি সে তুমি বুঝবে না—আমি তোমার পদধারণ কর্চ্ছি—তুমি প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও—

দক্ষ। (তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া) আমার বিধান আজ থেকে যজ্ঞ হবে শিবহীন। (শিবের প্রতি) বর্ব্বর! আজ থেকে যজ্ঞভাগে আর তোমার কোন অধিকার নাই। শুধু তাই নয়, আজ থেকে দেবসমাজে তুমি অপাংক্তেয়—জাতিচ্যুত!

নন্দী। প্রভু! প্রভু! অনুমতি দাও—আমায় অনুমতি দাও এ ধৃষ্টতার সমুচিত শিক্ষা দি—

শিব। কাকে তুমি আঘাত করবে নন্দী? উনি যে তোমারই

জননীর জনক।···হ্যাঁ ওঁকে আমি প্রণাম করি নি—প্রণাম যদি করতাম ওঁরই অমঙ্গল হত···সৃষ্টি ধ্বংস হত। আমি জাতিহীন গোত্রহীন বৃষবাহন—অর্দ্ধোলঙ্গ ক্ষিপ্ত ভিক্ষুক,—সত্য,···অতি সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য আমি মহাদেব—আমি মহাকাল—আমার প্রণম্য শুধু একমাত্র আদ্যাশক্তির মহাশক্তি।—

—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দক্ষালয়—অলিন্দ

দূরে সানাই নহবৎ বাজিতেছে—মঙ্গলঘট, পুষ্পমাল্য, পতাকা দ্বারা সতীর সহচরীরা গৃহ সাজাইতেছে। কেহ কেহ বা আলিপনা দিতেছে। নৃত্যগীত উৎসব

গান

বাজো বাঁশরী বাজো বাঁশরী বাজো বাঁশরী
বাজো বাজো বাজো
আসে নন্দন-নন্দিনী আনন্দিনী
সবে উৎসব সাজে সাজো ॥
পুষ্প মাল্য আনো, আনো হেম ঝারি
মঙ্গল ঘটে আনো তীর্থ বারি ;
লাজ অঞ্জলি লয়ে পুরাঙ্গনা নগর ভবনে ভবনে বিরাজো ॥
হংস-মিথুন আঁকা নীলাম্বরী
পরি এস তরুণী নাগরী কিশোরী,
চলো পথে পথে গাহি আগমনী
ঘরে আলসে বসিয়া কে আছিস্ আজো ॥

প্রসূতির প্রবেশ

প্রসূতি। ওরে, তোরা সব এখানে আমোদ আহ্লাদ কচ্ছিস্ সতীর শোবার ঘর সাজাবিনে?

কতিপয় মেয়ে চলিয়া গেল

পদ্মা। তাদের আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন মা?

প্রসূতি। ভৃগুগৃহে যজ্ঞ শেষ হলে তবে যাবেন শিবকে নিয়ে প্রভু কৈলাসে। সেখানে থেকে সতীকে সঙ্গে নিয়ে তবে তো আসবেন এখানে! বিলম্ব হবে বৈকি মা। তা মনে মনে আমি বুঝে দেখিছি···আর বিলম্ব নেই—এসে পড়লেন বলে।

জয়া। কোথায় যাচ্ছ মা?

প্রসূতি। সতী আমার হাতের পরমান্ন খেতে ভালোবাসে তাই রাঁধতে যাচ্ছি।

পদ্মা। জামাইএর জন্য কি রাঁধছ মা?

প্রসূতি। যা' জানি সবই হচ্ছে।

জয়ন্তী। বেলপাতা সেদ্ধ আর নিমপাতার ঝোল—ভুলোনা মা।

পদ্মা। আর সেই সঙ্গে ভাঙের বড়া আর গঞ্জিকার ডাল্না,··· তুমি না রাধ আমরা রাঁধব।

প্রসূতি। তোরা থাম। (দ্বারের কাছে গিয়া) পিঙ্গলাক্ষ—

তৃতীয় অঙ্ক

পিঙ্গলাক্ষের প্রবেশ

পিঙ্গ। মা!

প্রসূতি। ভৃগুগৃহ থেকে কৈলাস—কদিনের পথ বাবা?

পিঙ্গ। দু'দিন।

প্রসূতি। কৈলাস থেকে আমাদের কন্খল—কদিনের পথ?

পিঙ্গ। একদিন।

প্রসূতি। আচ্ছা তুমি যাও।

পিঙ্গলাক্ষের প্রস্থান

সবাই তাই বলছে। তা হলে তো আজই আসবার কথা। বিলম্ব হচ্ছে কেন বুঝছি না।

জয়ন্তী। সতী হয়তো বাবাকে পেয়ে মায়ের কথাটা ভুলেই গেছে!

প্রসূতি। তা সে পারে। এখানেই তো দেখেছি—বাপকে পেলে মাকে সে চায় না। তা···আমার ভালোই লাগে। যে ভাবে মাকে বিদায় দিয়েছি কোন মা তা পারে না। যতক্ষণ না তাকে আবার বুকে ধরছি প্রাণ আমার শীতল হবে না।

জয়া। তুমি মা শুধু মেয়ের কথাই ভাবছ, জামাই বুঝি, তোমার পর?

প্রসূতি। প্রভুর ভয়ে তার কথা এদ্দিন মুখে আনতে পারিনি। প্রভুর ক্রোধ এখন শান্ত হয়ে গেছে। হবে না? জামাইয়ের

আমার কি সুন্দর মূর্ত্তি যেন শান্ত-সমুদ্র। দেখলেই মায়া হয়, স্নেহ হয়। গরীব হোক্ তাতে কি! সতী তো সুখী হয়েছে! তাতেই আমাদের সুখ!···না—মা! কথায় কথায় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে,···সতীর জন্য পরমান্ন রাঁধতে হবে—আমি নিজে রাঁধব—নিজে তাকে খাইয়ে দেব (প্রস্থানোদ্যতা ও ফিরিয়া) তোরা সব কাণ পেতে শোন, রথের ঘর্ঘর শুনলেই ছুটে গিয়ে আমায় খবর দিবি—শাঁখ বাজাবি,—খই ছিটুবি—উলুদিবি—(পদ্মাকে) ওরে শোন তুই গিয়ে এই বাতায়নে দাঁড়িয়ে থাক—রথ দেখলেই ছুটবি—আমার কাছে, বুঝলি—

পদ্মা। হ্যাঁ, মা!

প্রসূতি। মেয়ে তো নয়, শত্রু, না হলে এত দেরী করে!

প্রস্থান

জয়ন্তী। মা আমাদের পাগল হয়ে গেছে।

পদ্মা। রথ আস্‌ছে! রথ আস্‌ছে!

সকলে বাতায়নের কাছে ছুটিল

প্রসূতি। সতী আসছে—আমার সতী আসছে—আমার শিব আসছে! ওরে তোরা জয়ধ্বনি দে—ওরে তোরা উলুধ্বনি কর—সতী আসছে! শিব আসছে!

দক্ষ ও নারদের প্রবেশ

তারা এলো না!···তুমি কৈলাসে যাওনি?···সতীর কুশল তো?···তারা এলোনা কেন?···শিব কি সতীকে আসতে দিল না?···শিব কি বলল?

দক্ষ। সে কি বলল পরে শুনো। তার উত্তরে আমি কি বলেছি শোন। আমি ঘোষণা করেছি, আজ থেকে যজ্ঞ হবে শিবহীন—যজ্ঞভাগে শিবের কোন অধিকার নেই—দেব-সমাজেও তার আর স্থান নাই—আজ থেকে শিব জাতিচ্যুত—

প্রসূতি। প্রভু! প্রভু!

দক্ষ। এবং বিশ্বে প্রথম শিবহীন যজ্ঞের প্রবর্ত্তক হব আমি, দক্ষ। নারদ, তুমি আর বিলম্ব করোনা—আমি বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করব। সে যজ্ঞে তুমি ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করবে—অনিমন্ত্রিত থাকবে শুধু কৈলাস।

প্রসূতি। তুমি বলছ কি প্রভু!···আমার সতী—আমার সতী—

দক্ষ। তোমার সতী! তোমার সতী! বলতে লজ্জা হচ্ছে না? কন্যাই যদি সে তোমার—কি গুণবতী কন্যাই তুমি গর্ভে ধরেছিলে! সাবধান প্রসূতি! আজ থেকে এ গৃহে তার নাম যেন উচ্চারিত না হয়। সতী নামে আমার কোন কন্যা নেই—আমরা যাকে সতী বলতাম—আজ সে মরেছে।

প্রস্থান

প্রসূতি। ওঃ—

মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

দক্ষপুরীর পথ

বৈতালিক গায়িতেছিল—

গান

পাষাণী মেয়ে! আয়, আয় বুকে আয়।
জগতজননী হয়ে কি মাগো জননীরে কাঁদায়॥
রাজার দুলালী কোন্ অভিমানে
ভিখারিণী হঁয়ে বেড়াস্ শ্মশানে
ত্রিলোকের যত পতিত অধমে ঠাঁই দিয়েছিস্ পায়॥
তোর সোনার বরণ হইয়াছে কালী বলে এসে কত লোকে,
কুস্বপন দেখে জেগে উঠি প্রাতে ধারা বহে মাগো চোখে—
ক্ষীর নবনীর থালা কাছে রাখি
কাঁদি আর তোর নাম ধরে ডাকি—
তোরে যে মাগো খোঁজে মোর আঁখি
প্রতি—রূপ—প্রতিমায়॥

তৃতীয় দৃশ্য

কৈলাস

ভৃঙ্গী সিদ্ধিপান করিতেছিল, আর মাঝে মাঝে বলিতেছিল—অথবা গায়িতে চেষ্টা করিতেছিল "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ বামে শোভে সতী—সতী—সতী—তী—ঈ—ঈ"

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। একি! তুমি যাওনি! এখনো বসে বসে সেই নেশাই করছ!

ভৃঙ্গী। নেশা করছি! ছি! ছি! তুমি ও-কথা বলো না! ওতে পাপ হবে। তোমার পাপ হবে জয়া।

বিজয়া। আবার জয়া! নাঃ আর তো এদের নিয়ে পারিনা দেখছি।

ভৃঙ্গী। এ নেশা নয়রে ভাই! এ নেশা নয়। এর নাম সাধনা—সিদ্ধিলাভের সাধনা! হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ বামে শোভে সতী।

সিদ্ধিপান

বিজয়া। কই আর শোভে? সতী যে একাই বসে বসে···চোখের জল ফেলচেন।

ভৃঙ্গী। (চমকিয়া) অ্যাঁ! মা আমার কাঁদছেন! মা আমার কাঁদছেন! কেন?

বিজয়া। প্রভু এখনো ফিরলেন না দেখে। তোমায় কত সাধ্য সাধনা করে বললাম—একবার শিখর চূড়ায় উঠে দেখো ·· তাঁরা আসচেন কিনা, তা তুমি কিনা বসে বসে সিদ্ধিই খাচ্ছ আর সিদ্ধিই খাচ্ছ!

ভৃঙ্গী। আরে তুই তো তাই দেখছিস্ ·· আমি যে এদিকে কত উর্দ্ধে উঠেছি—তা তুই কি করে জানবি ভাই! কৈলাসের শিখর কি বল্‌ছিস্! আমি যে এখন মহাব্যোমে বিচরণ কর্চ্ছি! কি না দেখচি বল! হ্যাঁ—ঐতো···ঐতো ··আমাদের ষাঁড়···পিঠে প্রভু ধ্যানে বসে আছেন—পিছনে নন্দীদা' ঝিমুতে ঝিমুতে আসছে। বড় নেশাখোর আমাদের ঐ নন্দীদা', বুঝলে ভাই জয়া! অন্যদিকে সব ভালো, বাবার সেবা-যত্ন দিন রাত করে—কিন্তু নেশা না হলে একপা' চলতে পারে না। তা তুমি কিছু ভেবনা ভাই আমি এখান থেকেই আকর্ষণ কচ্চি ওদের। তুমি লক্ষ্মীছেলেটার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ। ওরে মা কাঁদছেন, আমি তাঁর অবোধ ছেলে আমি কি স্থির থাকতে পারি জয়া।

একটু ক্রন্দন করিল

বিজয়া। কাঁদতে আরম্ভ করলে কেন? ওদের আকর্ষণ করবে বল্‌লে যে!

ভৃঙ্গী। কেঁদে প্রাণটা একটু হালকা করে নিচ্ছি জয়া!

বিজয়া। তা বেশ, এইবার ওদের চট করে এনে দাও দেখি, বুঝবো তোমার কেমন শক্তি।

ভৃঙ্গি। ওরে ভাই! আমাদের মা'র পায়ের এক একটী ধুলো-কণা থেকে যে শক্তি জন্মাচ্ছে, তাতে যে কত লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে, তাতো দেখতে পাচ্ছিস্‌নে তোরা···আমরা সিদ্ধি খাই আর সেই ধুলো গায়ে মাখি। তোরা সিদ্ধিও খাস্‌নে···পায়ের ধুলোর মর্ম্মও বুঝিস্‌নে—শক্তি পাবি কেন!···নইলে তুইও বাবাকে হিড় হিড় করে টেনে আনতে পারতিস্। বড় দুঃখ জয়া তোরা মার দেশের মেয়ে হয়েও মাকে চিন্‌লিনে।

পাত্র হইতে সিদ্ধিপান

বিজয়া। তুমি তা হলে সিদ্ধিই খাও আমি তোমার মাকে গিয়ে বলি, ভৃঙ্গীকে বললাম একটু এগিয়ে দেখ, তা ও গ্রাহ্যই করলো না—বসে বসে শুধু সিদ্ধিই খাচ্ছে!

ভৃঙ্গী। শিব—শিব—শিব—তুমি ভাই ভারি দুষ্টু মেয়ে। দাঁড়াও···আমি দেখছি। (চোখ বুজিল) ঐযে, ঐযে, গুটী গুটী পা'-পা' করে আসছেন আমাদের বৃষভ মহারাজ! দাঃ নন্দীদা ষাঁড়টাকেও সিদ্ধি খাইয়েছে! চোখ দুটো বুজে বাবার ষাঁড় হাঁটছেন! আর বাবা তো ষাঁড়ের পিঠে ধ্যানস্থ! আমাকেই উঠতে হলো দেখছি। (উঠিয়া দাঁড়াইল)।

চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত) একটু জোরে চল বাবা ষাঁড় ! হট্—হট্—হট্—হাঁ ডাইন—ডাইন—হরর—হট্—নন্দীদা তুমি কর্চ্ছ কি···ল্যাজটা একটু মুচড়ে দাওনা—সিদ্ধি ঘুটে আমার হাতটা ব্যথা হয়েছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হট্—হট্—হট্।

বিজয়াকে ষাড় মনে করিয়া তাহাকেই তাড়া করিলেন

বিজয়া। আঃ এ কি ! একি হচ্ছে ! আমি বিজয়া !

ভৃঙ্গী। নন্দীদা, মা কাঁদছেন ! মা কাঁদছেন ! তাড়া কর, না হয় আমিই তাড়াচ্চি—তুমি ল্যাজটা মুচড়ে দাও ! হাঁ, হাঁ হট্—হট্ (বিজয়াকে তাড়া করিল)

বিজয়া। (ভয়ে শিহরিয়া উঠিল) আমি বিজয়া—আমি বিজয়া ওমা গো ! বাবা গো ! (বিজয়ার পলায়ন)

ভৃঙ্গী। হররর—হট্—হট্—ডাইন—ডাইন—বাঁয়—বাঁয়।

বিজয়ার পশ্চাদ্ধাবন

অন্য দিক দিয়া তাল ও বেতালের প্রবেশ

বেতাল। ভাই তাল ! ও যে শেষটায় ভৃঙ্গীর সঙ্গে খেলছে ! ঐ নেশাখোর আদ্দিকালের বদ্দি বুড়ো—শেষে তার সঙ্গে ! এ দুঃখ যে মলেও যাবে না।

তাল। ওটা কোনটা ? ছোটটা না বড়টা ?

বেতাল। মনে হচ্ছে বড়টা—

তাল। না না চেহারায় হয়তো একটু বড়—কিন্তু বয়সে এইটাই ছোট—

বেতাল। কথনো না—দেখছিস্ নাক—

তাল। না—না—আর নাক নয়!…আজ একবার সামনা সামনি শুধু জিজ্ঞাসা…দেবি! আপনার বয়স কত? কি বলে তাই শোনা যাক না। আমি জিজ্ঞাসা করছি একে—তুই গিয়ে জিজ্ঞেস কর তাকে—যদি দুজনেই এক বলে—তা হলেই সত্যি। সব গোলই গেল চুকে!

বেতাল। কি করে চুকল?

তাল। বড়টী বড়র—ছোটটী ছোটর…

বেতাল। বড়টী বড়র আর ছোটটী ছোটর! তাইতো! এই সোজা জিনিসটা কিছুতেই মনে থাকছে না, কী বোকা তুই তাল। আমি এখনই যাচ্ছি—

ছুটিয়া প্রস্থান

তাল। এই যে আবার এই দিকেই আসছে—ছুটে আসছে! কি ভাগ্য কি ভাগ্য!…হাত জোড় করে বলব…হাঁটু গেড়ে বসে বলব (ফুল লইয়া)…পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বলব—

যুক্তকরে নতজানু পুষ্পাঞ্জলি লইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল

ছুটিয়া বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। পালিয়ে খুব বেঁচেছি যা হোক্ (তালকে দেখিয়া) এঁ্যা এ আবার কি!

তাল। দেবি! অধমের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করু!

বিজয়ার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি নিঃক্ষেপ

বিজয়া। কেন? ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নেব কেন?

তাল। একটী প্রশ্ন করবো—আপনি কৃপা করে—

বিজয়া। কি প্রশ্ন?

তাল। (উঠিয়া) দেবি! আপনার বয়স কত?

বিজয়া। আপনার নাম কি?

তাল। শ্রীতাল—মহাতাল।

বিজয়া। ও তাল বেতালের তাল তুমি! (হাসিয়া উঠিল) বুঝেছি বুঝেছি!

নেপথ্যে ভৃঙ্গি

ভৃঙ্গী। হট্—হট্—হট্—ডাইন্-ডাইন—বাঁয়-বাঁয়—হট্—হট্—

বিজয়া। আবার আসছে যে।

তাল। কে আসছে? ও কেন আসছে?

বিজয়া। ভৃঙ্গী।

তাল। তা আসুক—মা ভৈঃ—আমরা ওকে ভয় করিনা। (তাল ঠুকিল)—কিন্তু আপনার বয়স?

বিজয়া। বলব, যদি আপনি আমাকে ভৃঙ্গীর কবল থেকে উদ্ধার করেন।

তাল। কি ভাগ্যি—আমার কি ভাগ্যি! নিশ্চয়ই উদ্ধার করব। তাল ঠুকে উদ্ধার করব—তা আমাকে প্রথমে কি ক'রতে হবে?

বিজয়া। আপনাকে ষাঁড় হ'তে হবে।

তাল। আমাকে ষাঁড় হ'তে হবে!

বিজয়া। ঐ ভৃঙ্গী আসছে ও চোখে দেখছে না! শিবঠাকুরের ষাঁড় হারিয়ে গেছে—ও খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনি যেন সেই ষাঁড়!

তাল। আমি যেন সেই ষাঁড়! ভারি মজা ত! (হাস্য) ওরা খুব সিদ্ধি খেয়েছে বুঝি—ভৃঙ্গী বুড়ো! ও খুব বুড়ো আদ্দি কালের বদ্দি বুড়ো—ওর কাছে আপনি যাবেননা দেবী।

বিজয়া। আচ্ছা—এবার চলুন। ঐ যে এই দিকেই আসে আপনি এগিয়ে গিয়ে বসুন—আমি এইখানেই আছি ওর কাছ থেকে অব্যাহতি পেলেই আপনি যে প্রশ্ন করবেন উত্তর দেবো!

তাল। দেবীর অনুকম্পা! আমি যাচ্ছি ওর কাছে! ওকে আমি আদৌ ভয় করি না।

বিজয়ার অন্তরালে গমন

নেপথ্যে ভৃঙ্গী। হট্—এই—হট্—হট্—

বিজয়া। (অন্তরাল হইতে) যান্—ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বসুন—

তালের তথাকরণ

হট্ হট্ করিতে করিতে ভৃঙ্গীর প্রবেশ ও তালের সহিত সংস্পর্শ

ভৃঙ্গী। কে বাবা তুমি! পথের মাঝখানে বসে আছ ?

তাল। (বৃষের রব করিয়া)
আমি বাবার ষাঁড়—

ভৃঙ্গী। বাবা ষাঁড় বসে পড়লে কেন? আর তো চালাকি চলবে না। (তালকে ধাক্কা মারিল)

তাল। উঃ—আস্তে—আস্তে—

ভৃঙ্গী। আস্তে কিরে বেটা—মা কাঁদছেন! বাবা—বাবা—প্রভু এই, এলেন বলে—কাঁদিস্নি মা—কাঁদিস্নি—এই হট্-হট্—

তালের চুল ধরিয়া আকর্ষণ

তাল। উঃ—গেলুম—গেলুম—এ আমার কেশ, লেজ নয়—দোহাই ভৃঙ্গীদা—আমাকে ছেড়ে দাও বাবা—দেবি! আপনার বয়স জানতে চাই না—আমাকে বাঁচান!

বিজয়া। (হাসিয়া) যাই জয়াকে নিয়ে আসি।

প্রস্থান

ভৃঙ্গী। এই হট্—হট্ প্রভু এই এলেন বলে মা, প্রভু এই এলেন বলে। কাঁদিস্‌নি মা—কাঁদিস্‌নি—হট্ হট্—

তালকে তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান

অন্য দিক দিয়া ধীরে ধীরে সতীর প্রবেশ। পথ পানে সতী তাকাইয়া রহিলেন। পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল জয়া

জয়া। পথের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ দুটি যে তোমার গেল সতি! চল—ঘরে চল—

সতী। তিনি না এলে আর আমি ঘরে যাব না সখি! তিনি যেতে চাইছিলেন না—আমিই জোর করে তাঁকে পাঠিয়েছি। সেখানে যদি তিনি অপমানিত হন—এ দেহ আমি আর রাখব না—রাখব না জয়া।

ভৃঙ্গীর প্রবেশ

ভৃঙ্গী। এই যে মা! প্রভুকে আমি এনেছি মা। ঐ তিনি আসছেন—

সতী। সত্য সত্য? কই?

ভৃঙ্গী। আসছেন মা, আসছেন—আমি বেলপাতা আনছি—তুই পূজা করবি—

প্রস্থান

ছুটিয়া বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। প্রভু এসেছেন! প্রভু এসেছেন!

সতী। (অগ্রসর হইয়া) প্রভু! প্রিয়তম!

শিবের প্রবেশ

শিব। প্রিয়া।

সতী। কুশল ?

শিব। তোমার প্রেমে সবই কুশল প্রিয়া !

সতী। সেখানে কি হল তুমি আমাকে বল প্রভু !

শিব। সে এক বিরাট যজ্ঞ প্রিয়া।

সতী। পিতা এসেছিলেন ?

শিব। এসেছিলেন দেবি !

সতী শিবকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তাঁহার মুখ পানে তাকাইলেন, কিন্তু না জানি কি শুনিতে হয় এই ভয়ে তখনই মুখ নামাইলেন

শিব। না প্রিয়া, যে আশীর্ব্বাদ আমি চেয়ে ছিলাম, সেই আশীর্ব্বাদই তিনি করেছেন ! যাগ-যজ্ঞে যেতে আমায় নিষেধ করেছেন—

সতী। (কি বলিলেন বুঝিলেন না)

শিব। আমার অন্তরের অন্তরতম কামনাই তিনি পূর্ণ করেছেন। যাগ-যজ্ঞ আমি চাইনা—আমি চাই একান্ত ভাবে তোমায় ! প্রিয়া ! প্রিয়া ! সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে শুধু হলাহলই বরণ করেছি। বিষে আমার দেহ জর্জ্জরিত। সকাতরে আজ শুধু তোমারি কাছে ভিক্ষা চাইছি অনন্ত অমৃত। অমৃতময়ী তুমি, তুমিও কি বলবে 'না' ?

সতী। হে আমার স্বামী! হে আমার দেবতা! বিশ্বজগৎ যে আমার কাছে আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু আমি দেখছি তোমাকে। শুধু তুমি আর আমি! আমার দেহ মন, আমার আত্মা, আমার অনুভূতি, আমার সকল সত্তা তোমাকেই যে আমি নিবেদন করেছি! আমি যে একান্ত তোমারই!

সতী শিবের কণ্ঠলগ্না হইলেন

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। না প্রভু, আর আমার কোন ক্ষোভ নেই! আমি ভ্রান্ত তাই বুঝেও বুঝতে পারি না নিন্দা-স্তুতি সবই যে তোমার কাছে সমান। এই যুগল মূর্ত্তি যদি চিরদিন দেখতে পাই— যাগ-যজ্ঞ রসাতলে যাক্! কি প্রয়োজন সেখানে যাবার। ওরে কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয় নয়ন মন সার্থক কর!

কিরাত কিরাতিনী ভূত প্রেত প্রভৃতি সকলে ছুটিয়া আসিল

গান

ত্রিভুবনবাসী যুগল মিলন দেখ্‌রে দেখ্ চেয়ে।
পাহাড়ী বাবার পাশে রাজদুলালী মেয়ে॥
দেব্‌তা মোদের হর পরম মনোহর,
হরমনোহারিণী তায় চেয়ে সুন্দর—
যেন ঝরে রূপের পাগল ঝোরা ধবল গিরি বেয়ে॥

সতী

বরফের পাহাড় ঘিরে ভোরের সোনার আলো
আছে থির হ'য়ে যেন দেখে চোখ্ জুড়াল ;
চাঁদ যেন লো লতা হয়ে
(আছে) চন্দ্রচূড়ে ছেয়ে ॥

সূর্য্যাস্তের পর দেখা গেল—ধ্যানস্থ শিব—এবং তাঁহারই সম্মুখে
গললগ্নীকৃতবাসে প্রণতা সতী। সতী শিবকে প্রণাম
করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন

নিম্নে ত্রিশূল হস্তে নন্দী বিল্ববৃক্ষতলে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান

বীণাবাদ্য করিতে করিতে নারদের প্রবেশ

নারদ। নন্দী ! সব কুশল তো ?

নন্দী। পিতা যার মহেশ্বর মাতা যার মহাশক্তি—তাদের কি কখনো অকুশল হতে পারে দেবর্ষি !

নারদ। প্রভু ?

নন্দী। ধ্যানস্থ।

নারদ। মা ?

নন্দী। অন্তঃপুরে।

নারদ। থাক্ তবে। আমি বড় ব্যস্ত। মহাদেব মহাদেবীকে এখান থেকেই প্রণাম করে আমি প্রস্থান করলাম নন্দী !

প্রস্থানোদ্যত

শিব। কে ও? নারদ! এস...

শঙ্কাকুলচিত্তে নারদ কাছে আসিলেন

কি সংবাদ?

নারদ। ত্রিভুবন পরিক্রমণ কর্ত্তে বের হয়েছি। পথে কৈলাস। ভাবলাম মহাদেব মহাদেবীর দর্শন-পুণ্য হতে বঞ্চিত হই কেন! তাই এলাম।

শিব। ত্রিভুবন পরিক্রমণ! কেন?

নারদ। আমি আশুতোষের ক্ষমা চাইতেই কৈলাসে এসেছি।

শিব। ক্ষমা!...কেন?

নারদ। প্রজাপতি দক্ষ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। এই মহাযজ্ঞে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণের গুরুভার আমারই উপর অর্পিত হয়েছে।

শিব। এ আনন্দেরই কথা নারদ!

নারদ। কিন্তু এ যজ্ঞ শিবহীন। ত্রিভুবন এ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত... অনিমন্ত্রিত শুধু কৈলাস।

শিব। আমি এইরূপই অনুমান করছিলাম নারদ!

নারদ। তথাপি বললেন আনন্দের কথা! আনন্দ! না মহাপাপ! আমার যে উভয় সঙ্কট! প্রভু মহাপাপ হলেও নিবারণ করবার উপায় নেই।—যেহেতু আমি কনিষ্ঠ তিনি জ্যেষ্ঠ!

শিব। যজ্ঞ হলেই জগতের মঙ্গল—আমাদের নিমন্ত্রণ নাইবা হল নারদ!...আমার শিবত্ব না হয় গেলই তাতেই বা কি ক্ষতি?

নারদ। প্রভু!

শিব। সতীকে এ সংবাদ না দিলে হয় না? দিলে তিনি ব্যথা পাবেন—

নারদ। আপনার ক্ষমা যখন পেলাম তখন আর কেন! আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই বরং চলে যাই। সেই হবে পরম নিরাপদ।

শিব। না নারদ···তোমার আগমনবার্ত্তা তিনি হয়ত এতক্ষণ পেয়েছেন। এখন দেখা না করে চলে গেলেই অধিকতর আশঙ্কার কথা। ঐ যে তিনি আসছেন। আমার অসাক্ষাতেই বরং তোমাদের আলাপ সহজ হবে।

প্রস্থান

সতীর প্রবেশ

নারদ। জানামিধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

সতী। দেবর্ষি!

নারদ। হ্যাঁ মা!

সতী। আমার পিত্রালয়ের সংবাদ কি? পিতা-মাতা—কুশলে আছেন?

নারদ। হ্যাঁ মা, সকলে কুশলেই আছেন।

সতী। আমাকে তাঁরা ভুলেই গেছেন—না দেবর্ষি ?

নারদ। তুমি কি তাঁদের ভুলতে পেরেছ ? তবে একথা কেন জিজ্ঞেস করছ মা ? তোমাকে কি কেউ ভুলতে পারে মা ?

সতী। ভোলবার কথা নয় জানি, কিন্তু ভুলেছেন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে অন্ততঃ একটী বারও কি তাঁরা আমার সংবাদ নিয়েছেন ? তোমাকেও যে তাঁরা আমারই সংবাদ নিতে পাঠিয়েছেন তা'তো মনে কর্ত্তে পারছি না দেবর্ষি !

নারদ। না মা, আমায় সে উদ্দেশ্যে তাঁরা পাঠান নি।

সতী। তবে কি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন দেবর্ষি ?

নারদ। আমাকে এখানে আসতে তাঁরা নিষেধই করেছিলেন মা !

সতী। নিষেধ করেছিলেন ! কেন ?

নারদ। (নিরুত্তর)

সতী। কে নিষেধ করেছিলেন ?

নারদ। (নিরুত্তর)

সতী। মা ?

নারদ। না, না সতী, তাঁর উপর এ অবিচার তুমি করোনা।

সতী। তবে পিতা ?

নারদ। ক্ষমা কর···আমায় তুমি ক্ষমা কর, তোমার পিত্রালয়-প্রসঙ্গে আর আমি কোন কথাই বলতে পারব না। তবে যদি মা তুমি অভয় দাও—

সতী। দেবর্ষি। দেবর্ষি। যত দুঃসংবাদই হোক্ না কেন, তুমি আমায় বল। আমি তোমায় বলছি কোন আঘাতই আর আমায় বিচলিত কর্ত্তে পারবে না—

নারদ। মা! প্রজাপতি দক্ষ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন। ত্রিভুবন তাতে নিমন্ত্রিত—অনিমন্ত্রিত শুধু কৈলাস!

সতী। অনিমন্ত্রিত! তবে তুমি এখানে কেন এসেছিলে?

নারদ। কেন এসেছিলাম তাও জানি না। নিয়তি পরিচালিত হয়েই হয়ত এসেছিলাম! হয়ত কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ আগমনের আবশ্যক ছিল—কিন্তু সে কথা থাক্। চিরকাল মনে হয়েছে; আমি মহাকালের মহাপাষাণ—জগতের হাসি-কান্নার ধারা সে পাষাণের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে—কোন রেখাপাত কর্ত্তে পারেনি—কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমি পরাজিত হলাম। আজ এই প্রথম অনুতাপ হচ্ছে, কেন কৈলাসে এসেছিলাম। নারদের চির শুষ্ক চক্ষু আজ এই প্রথম অশ্রুসিক্ত হল! বিদায় মা! বিদায়!

নারদের প্রস্থান

অন্য দিক হইতে বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। সতি! ব্যাপার কি? সারা আকাশ বিচিত্র করে রাজহংসের ঝাঁকের মত সারি সারি রথ চলছিল একই দিকে; —তারি দু'খানি রথ কৈলাসে নামল, একখানা চন্দ্রদেবের কলহংস; আর খানা অগ্নিদেবের ধূপশিখা—

তৃতীয় অঙ্ক

ছুটিয়া জয়ার প্রবেশ

জয়া। সখি! দেখ কারা এলেন!

স্বাহা, রোহিণী, অশ্লেষার প্রবেশ

স্বাহা। এই যে সতী! কি ছিলি কি হয়েছিস্! তোকে যে চেনাই দায়!

রোহিণী। ওমা, এই নাকি সতী! পোড়া কপাল আমার! মায়ের পেটের বোনকেও চিনতে পারিনা! আমি ভেবেছিলাম সতীরই কোন দাসী!

অশ্লেষা। তা বোন, যার যেমন তপস্যা! যে যেমন তপস্যা করেছে তেমনি ঘরে সে পড়েছে! সকলেরই কি বড় ঘরে বিয়ে হয়!

সতী সকলকে প্রণাম করিলেন

সতী। জয়া! আসন এনে দাও!

স্বাহা। না—না—আসন আবার কেন! এখনি তো যাব। তুই যাবিনে? বাবা যে বিরাট এক যজ্ঞ করছেন। তোকে নিতে পাঠান নি?

সতী। না।

রোহিণী। যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ হয়নি জানি। কিন্তু তুই হ'লি বাবা মার সবচেয়ে আদরের মেয়ে! তোকে তারা নিতে পাঠালেন না। বলিস্ কি সতী?

সতী। কি বলব বল!

অশ্লেষা। কি আশ্চর্য্য! অথচ আমাদের উপর কি দৌরাত্ম্য হয়েছে বলত! দেহ ভাল ছিল না! ভাবলাম যাব না—নারদ-ঠাকুর গিয়ে এমন ধর্ণাই দিলেন যে না এসে রক্ষা আছে।

স্বাহা। নারে সতী, হয়ত লোক এসে ফিরে গেছে। ভূত প্রেতের যা দৌরাত্ম্য এখানে—আমরাই নামতে ভয় পাচ্ছিলাম—

সতী। দেবর্ষি এখানেও এসেছিলেন, কিন্তু নিমন্ত্রণ করেননি। আমি বুঝেছি এ যজ্ঞে পিতা আমাদের নিমন্ত্রণ করেননি—ইচ্ছা করে—

অশ্লেষা। সে তো আমরা জানি! তা ভূতনাথের যা বেশভূষা আর যে সব সঙ্গী সাথী—বাবা বুঝে সুজেই নেমন্তন্ন করেননি। যদিই বা কর্ত্তেন, তুইই বা কি করে যেতে দিতিস্ ঐ দেব-সভায়! লজ্জায় মাথা কাটা যেত যে!

সতী। তোমার পায়ে পড়ি তুমি ক্ষান্ত হও!

স্বাহা। তা বাবা না হয় নিমন্ত্রণ করেননি—মাও কি কিছু বলে পাঠাননি?

সতী। না!

অশ্লেষা। অথচ মা নাকি তোর জন্য আহার ছেড়েছেন, নিদ্রা ছেড়েছেন পাগল হয়েছেন বলেই শুনেছি—

সতী। সত্য বল্‌ছ?

অশ্লেষা। চোখে দেখিনি বোন—শুনেছি! তা তুই চলনা!

আমাদের সঙ্গে, মাকে দেখে আসবি! যজ্ঞে না হয় নাই বা গেলি।

রোহিণী। ডাকেননি—বলেননি—যাইই বা কি করে!

স্বাহা। এ তুমি কি বলছ বোন! যাবে তো মার কাছে, তার আবার নিমন্ত্রণ কি? তার আবার মান-অপমান কি?

সতী। আমি ভেবে দেখবো! যদি যাই পরে যাব। তোমরা এসো।

অশ্লেষা। পরে কেন বল্‌তো? সাজ-গোজ? গয়না পত্র? তা নেই—নেই। ষাট জন আছি—এক একখানা খুলে দিলে মাথা থেকে পা ঢেকে যাবে—ভারে তুই চলতে পারবি না। দেব—?

সতী। না—তোমরা এসো।

রোহিণী। আর তো দেরীও করা যায়না স্বাহা!

স্বাহা। তা হ'লে আমরা আসি। তুই কিন্তু আসবি—

সতী। বলে দেখি—

অশ্লেষা। কাকে আবার বলবি? ওঃ, তাই তো কর্ত্তাকে? তা—কই! তাকে তো দেখছি না। হ্যাঁরে দিবারাত্রি বুঝি নেশা ভাঙ্‌ করে? মারধর করে না ত?

রোহিণী। কেন ও-সব কথা তুলছ অশ্লেষা!

স্বাহা। সে যে কি কাণ্ড করে সে তো আমাদের জানাই আছে। আহা বড় দুঃখ হয়, মার পেটের বোন তো হাজার হ'ক।

সতী। উঃ, মাগো!

স্বাহা। আচ্ছা, তা হ'লে আসি সতী—পারিস্ তো যাস্, দুদিন থাকলে শরীরটা সেরে আসতে পারবি।

তিনজনে। (যাইতে যাইতে) যাস কিন্তু—

বিজয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গেল

সতী। জয়া!

জয়া। সখি!

সতী। (একটু পরে) প্রভু কোথায়?

শিবের প্রবেশ

শিব। (সস্নেহে) কেন সতী?

জয়ার প্রস্থান

সতী। পিতা যজ্ঞ করছেন—ত্রিভুবনের নিমন্ত্রণ হয়েছে বাদে আমরা।

শিব। জানি সতী—

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ

শিব। দুঃখ হচ্ছে?

সতী। দুঃখের কথা থাক। আমি তোমার স্ত্রী ব'লেই না আজ তোমার এই অপমান।

শিব। ছিঃ প্রিয়া! তুমি তো জানো তোমার ও-কথা কত মিথ্যা। প্রেমের যে মহাস্বর্গ আমরা রচনা ক'রেছি—সে

মহাস্বর্গ—তুচ্ছ এ মান-অপমানের বহু ঊর্দ্ধে, নয় কি প্রিয়া? (সতী নীরব) প্রিয়া! (সতী নীরব) কি ভাবছ প্রিয়া?

সতী। ভাবছি আমার ভাগ্য। অথচ আমিই ছিলাম পিতা-মাতার প্রিয়তমা কন্যা—তাদের চোখের মণি—বুকের ধন।

শিব। তবে কি পিত্রালয়ে তুমি যেতে চাও সতী?

সতী। আমি যেতে চাই না। যাবে তুমি।

শিব। আমি?

সতী। হ্যাঁ, তুমি। রবাহুতের ন্যায় নয়, ভিক্ষা পাত্র হাতে নয়—শান্ত সৌম্য দৃষ্টিতে নয়, ক্ষমা সুন্দর চোখেও নয়, যাবে রণসাজে—রুদ্র রূপে—সংহার মূর্ত্তিতে। ঐশ্বর্য্যের আজ এত স্পর্দ্ধা যে সে স্বেচ্ছাবৃত বৈরাগ্যকে এমনি করে অপমান করে। তোমার বৈরাগ্যের এই মহা আদর্শকে এমনি করে উপহাস করে!—প্রভু! প্রভু! তারা ভুলে গেছে যে তুমি মহারুদ্র মহাকাল—তারা শুধু মনে রেখেছে তুমি শুধু শুভঙ্কর ক্ষেমঙ্কর শঙ্কর। তারা ভুলে গেছে যে মেঘ শুধু করুণার বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে না—বজ্র ক্ষেপণও করে। হে ভৈরব! হে মহাকাল! হে মহারুদ্র! জাগৃহি! জাগৃহি! জাগৃহি!

শিব। শান্ত হও—শান্ত হও—শান্ত হও দেবি! কাকে আমি আঘাত করব! তাদের আঘাত করলে যে তোমাকেই আঘাত করা হবে প্রিয়া! তারা যে তোমারি প্রিয়জন—তোমারি আত্মীয় স্বজন!

সতী। আত্মীয় স্বজন! প্রিয়জন! তবে তাদের কাছেই আমায় পাঠিয়ে দাও!

শিব। সতি!

সতী। হ্যাঁ, আমি পিত্রালয়ে যেতে চাই।

শিব। যেতে চাওয়াই স্বাভাবিক। তাই তো ভাবছিলাম কি করে সতী আমার এমন নির্মম হতে পারে! কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে আমি কি করে বলি তুমি যাও—

সতী। পিতৃগৃহে যেতে কন্যার নিমন্ত্রণের আবশ্যক হয় না প্রভু।

শিব। হ্যাঁ, তা হয় না বটে। সতী নিতান্তই কি তুমি যেতে চাও? তাঁরা যে ইচ্ছা করেই তোমায় স্মরণ করেননি সতি!

সতী। সে করেননি পিতা—মাতা নয়। স্মরণ তাঁরা করেননি বলেই আমি যেতে চাই প্রভু! করলে হয়ত যেতাম না।

শিব। দেবি! ইচ্ছা ছিল না তুমি যাও। কিন্তু তোমার মনে ব্যথা দেবো আমি কোন্ প্রাণে! তোমার দীর্ঘশ্বাসে অলকনন্দার আনন্দ-উৎস স্তব্ধ হয়েছে—পাখীরা তাদের কূজন ভুলেছে—কৈলাশের কুসুম অকালে ঝরে পড়েছে! আমি তোমায় ধ'রে রাখতে চাই না দেবি! কিন্তু দেবি! আমার অন্তরাত্মা বার বার শুধু এই বলেই কাঁদছে, তুমি চেয়ো না! তুমি যেয়ো না!

সতী। কিন্তু, পিত্রালয়ে কি কন্যা কখনো যায় না প্রভু?

শিব। হ্যাঁ, পিত্রালয়! পিত্রালয়! না দেবী আর আমি তোমায় বাধা দোব না—নন্দী!

সতী। তবে আর বিলম্ব নয় আমি আসি—

সতীর প্রস্থান

নন্দীর প্রবেশ

শিব। নন্দী!

নন্দী। প্রভু!

শিব। দেবী পিত্রালয়ে যাবেন।

নন্দী। বিনা নিমন্ত্রণে?

শিব। পিত্রালয়ে যেতে কন্যার নিমন্ত্রণ আবশ্যক হয়না নন্দী। তুমি যাবে সঙ্গে। ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থাকবে। আমার কেবলি আশঙ্কা হচ্ছে নন্দী, পিত্রালয়ে স্বামীনিন্দা সইতে না পেরে সতী আমার—সতী আমার—

জয়া বিজয়ার সতীসহ প্রবেশ

এই যে সতী! পিত্রালয়ের জন্য এমন ব্যাকুলতা তোমার কখনো দেখিনি সতি!

সতী। এ কথা সত্য প্রভু!

শিব। সঙ্গে যাবে নন্দী। নন্দী! বৎস! সম্মুখের অনন্ত অন্ধকারে মনে হচ্ছে যদি কোনও ভরসা থাকে সে তুমি।

সতী জয়া বিজয়ার শিরশ্চুম্বন করিয়া শিবের সম্মুখে আসিলেন

সতী। প্রভু! (সতী প্রণাম করিয়া) চল নন্দী!

নন্দী। নিতান্তই কি না গেলে চলে না মা। বিশেষ বিনা আমন্ত্রণে?

সতী। পিত্রালয়ে যেতে কন্যার নিমন্ত্রণ আবশ্যক হয় না নন্দী?

নন্দী। কিন্তু যে পিত্রালয়ে স্বামীর নিমন্ত্রণ নাই।

সতী। স্বামীর নিমন্ত্রণ নাই বলেই তো আমি যাচ্ছি; জান্‌তে যাচ্ছি কেন তাঁর নিমন্ত্রণ নাই; দেখতে যাচ্ছি কি ক'রে শিবহীন যজ্ঞ হয়; এবং বলতে যাচ্ছি ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ বধূ আমি—আমার স্বামী ত্রিলোকের স্বামী!

শিব। নন্দী! নন্দী! (নন্দী ও সতী দাঁড়াইলেন) না—না না—পিছু ডাকব না; তোমরা এসো—

নন্দী ও সতী চলিয়া গেল

শিব। জয়া! বিজয়া! দেখছিস কি? ওকে আমি হারালাম।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দক্ষালয়

দক্ষকন্যাগণ বসিয়া জবা ও জয়ন্তীর নৃত্য দেখিতেছিলেন

স্বাহা। (নৃত্যশেষে) চমৎকার নেচেছ জবা। খুসী হ'য়ে তোমায় উপহার দিচ্ছি। (একটী হার দিল)

অশ্লেষা। চমৎকার নেচেছিস জয়ন্তী! ভারী খুসী হয়েছি! এই এক জোড়া হারই তুই নে। (স্বাহার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া) আমার যেন কেমন—হাতে তুই ভিন্ন এক ওঠেনা।

স্বাহা। পছন্দ হ'ল ত জবা? আমি যা দিয়েছি তা মেকি জিনিস নয়। আজকাল মেকির এত চল্ হ'য়েছে, যে লোক দেখানো ঢং করা ভারী সোজা। কিন্তু সে তো আর আমাদের কাছে চলবে না। আমাদের হচ্ছে অগ্নি-পরীক্ষা।

অশ্লেষা। (রাগান্বিত হইয়া) স্বাহা!

স্বাহা। (রাগান্বিত হইয়া) অশ্লেষা!

রোহিণী। কি হল? ব্যাপার কি?

অশ্লেষা ও স্বাহা উভয়েই নিরস্ত হইলেন

স্বাহা। কি আবার হল!

অশ্লেষা। আমরা একটু আলাপ কচ্ছিলাম—

রোহিণী। কি আলাপ হচ্ছিল বোন, আমরা কি শুনতে পাই না?

অশ্লেষা। ঐ যেন কেমন আমি চেঁচিয়ে কথা কইতে পারি না। (জয়ন্তীকে) চমৎকার নেচেছ! চমৎকার!

স্বাহা। এ নাচ কার কাছে শিখেছিলে তোমরা?

জবা। সতী শিখিয়ে গিয়েছিলেন।

অশ্লেষা। সতী?

জবা। হ্যাঁ সতী।

প্রসূতির প্রবেশ

প্রসূতি। সতী কই? সে কি এসেছে?

অশ্লেষা। কই না! তুমি কি স্বপ্ন দেখছ মা!

প্রসূতি। কে যেন বলল সে আসছে। আমার মন বলছে সে আসছে!

স্বাহা। এলেও তো সে বলদের রথে আসছে; দেরী একটু হবে বৈ কি মা।

মঘা। বলদের রথে, তবেই হয়েছে, যজ্ঞ শেষে আমরা যখন বাড়ী ফিরব, তখন পথে দেখা হবে।

সকলের হাস্য

রোহিণী। তা' তা'র আসারই যখন ঠিক নেই, তখন আর তা' নিয়ে হাসাহাসি কেন?

প্রসূতি। সে আজ না এলেই ভালো।

রোহিণী। হ্যাঁ মা, সে আজ না এলেই ভালো। তাকে তুমি মা এনো যজ্ঞশেষে; যখন আমরা কেউ থাকবো না। তখন একলা ঘরে তাকে বুকে নিয়ো, দুজনেরই প্রাণ জুড়োবে।

মঘা। কেন? আমরা কি তার শত্তুর—যে আমরা থাকতে তার আসা চলবে না?

অশ্লেষা। বাপের উঁচু মাথা যদি হেঁট করাতে পারতে তবে একলা ঘরে মায়ের বুকে ঠাঁই পেতে, বুঝেছ বোন। না মা?

প্রসূতি। ওরে সে আসবে না—সে আসবে না! আমি তাকে জন্মের মত হারিয়েছি—এলেও হারিয়েছি না এলেও হারিয়েছি!

নেপথ্যে সতী। মা! আমি এসেছি—

প্রসূতি। কে রে! সতি! সতি!

সতীর প্রবেশ

সতী। মা! মা!

প্রসূতির বুকে গিয়া পড়িলেন

স্বাহা। কিসে এলে সতী? বলদের রথে?

অশ্লেষা। সিঁথিতে শুধু সিন্দূর, আর হাতে দেখছি বালা—কিসের? রুদ্রাক্ষ নাকি?

স্বাহা। ও আমি দেখলেই বুঝি। মন্দ কি। নকল সোনার চেয়ে ভালো।

মঘা। শিবঠাকুরের কাণ্ড দেখ; বাকল পরিয়ে আমাদের সোনার চাঁদ বোনটিকে পাঠিয়েছে। লজ্জা হ'ল না?

রোহিণী। শিব বলে পাঠালো না কেন? একখানা রামধনু রংয়ের শাড়ী, এক জোড়া হীরের বালা, একটা রক্ত মাণিকের হার পাঠিয়ে দিতাম। তাতেই চমৎকার মানাতো··

মঘা। দু'টো জবা ফুল আর একটা বেলপাতা দেখছি মাথায় গুঁজে এসেছে। কেন? দেবরাজকে বলে পাঠালেই তো পারিজাতের হার পাঠিয়ে দিতেন।

প্রসূতি। তোরা থাম্—ওরে তোরা থাম্।

মঘা। মায়ের পেটের বোন কষ্ট হচ্ছে তাই বলছি!

প্রসূতি। ও ইচ্ছে করেই তাপসী সেজেছে। নইলে ওর দুঃখ কি? আর কেউ না জানুক আমি তো জানি স্বয়ং কুবের ওর ভাণ্ডারী, চল মা তুই ঘরে চল।

সতী। না মা বাবাকে গিয়ে আগে বল আমি এসেছি; তিনি নিতে এলে তবে আমি যাব! এটুকু অভিমানও কি আমার হতে পারে না মা?

ধীরে ধীরে প্রসূতি চলিয়া গেল

স্বাহা। কি সতি! আমাদের সঙ্গে কথা কইবি না নাকি?

সতী নীরব

রোহিণী। ক'দিন থাকছ স্বাহা।

স্বাহা। ক'দিন আর আমার কি থাকবার উপায় আছে; যত রাজ্যে যত যজ্ঞি হ'বে—কর্ত্তার সঙ্গে যেতেই হবে। না গেলে যে যজ্ঞিই হবে না! তুমি ক'দিন আছ?

রোহিণী। মা তো আমায় একমাস থাকতে বলছেন তাকি আর পারবো? উনোকোটী তারা আমাদের বাড়ীতে আলো দেয়! এখানে যেন সব আঁধার আঁধার ঠেকছে।

মঘা। আমার হ'য়েছে আর এক বিপদ! সোমরস এখানে মেলে না! বাড়ীতে রোজ দূত পাঠিয়ে আনতে হয়। এখানে থাকা কি আমাদের সাজে?

ছোট মেয়ে। সতী মাসী! শিব মেসো কি করে বাঘছাল পরে থাকেন? মা বলছিলেন তোমার ভালো ভালো শাড়ী আর গয়না বেচে তিনি ভাঙ্ খেয়েছেন?

রোহিণী। দুষ্টু মেয়ে মাসীকে কি এ সব কথা বলতে হয়? সতী তুমি ভাই এই একরত্তি মেয়ের কথায় কান দিও না—

স্বাহা। বাবা আসছেন না কেন?

অশ্লেষা। বুঝছ না?

মঘা। না জানি কি সব কাণ্ড হ'চ্ছে! আর আমরা বসে আছি চল না কি হ'চ্ছে দেখে আসি!

সতী ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল

সতী। নন্দী—

নন্দী। মা—

সতী। এ আমি কোথায় এলাম? কেন এলাম? শিবপূজার আনন্দ ছেড়ে ইচ্ছা করে শিবনিন্দা শুনতে এলাম একি পাপ —আমার যে নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে নন্দী!

নন্দী। মা! মা!

সতী। যজ্ঞের ধূম দেখ্‌ছি···আমি সইতে পাচ্ছি না, যজ্ঞের মন্ত্র শুন্‌ছি আমার সর্ব্বাঙ্গ বিষাক্ত বোধ হ'চ্ছে! মহাদেব-চরণপদ্ম ছেড়ে এ আমি কোন নরকে এলাম! নন্দী—আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে! শিবপূজার আয়োজন করে দিয়ে আমায় বাঁচাও।—

অর্দ্ধশায়িত হইয়া অচেতন হইলেন

নন্দী। মা! মা! আমি পূজার আয়োজন কচ্ছি মা!

ছুটিয়া বাহিরে গেল

নিঃশব্দপদসঞ্চারে দক্ষ সতীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্যাকুলচিত্তে কম্পিত বক্ষে সতীকে বুকে তুলিয়া নিতে গেলেন। কিন্তু অদূরে নন্দীর আর্ত্তকণ্ঠ শোনা গেল "মহাদেব রক্ষা কর! মহাদেব রক্ষা কর!" —শুনিয়া দক্ষ কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না— নন্দীর স্বর ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল। দক্ষ নিজের দৌর্ব্বল্যের সাক্ষী রাখিতে চাহেন না—তিনি ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইয়া আত্ম-গোপন করিলেন। নন্দী ছুটিয়া প্রবেশ করিল

নন্দী। মা! মা! এই নাও বেলপাতা! এই নাও চম্পক!
(সতীর হাতে গুজিয়া দিল) মহাদেব! মহাদেব! মহাদেব!

ক্রমে সতীর চেতনা হইল। তিনি ধীরে ধীরে নতজানু
হইয়া বসিয়া শিবস্তোত্র করিলেন। এবং শিবের
উদ্দেশে অঞ্জলী দিলেন।

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজম্
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং
মহাকালকালং গণেশাধিপালম্
জটাজূটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্বিশালং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৈলাসের প্রান্তর

বিজয়া গায়িতেছিল

গান

সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইল মাগো
তুমি ফিরিলেনা ঘরে।
শূন্য ভবনে ভয়ে ভয়ে মরি মা
মন যে কেমন করে॥
তোমার বিরহে মা গভীর বিষাদে
শ্মশানে মশানে মহাকাল কাঁদে,
সূর্য্যে তেজ নাই জ্যোতিঃ নাই চাঁদে
উঠিয়াছে হাহাকার চরাচরে॥
ক্ষুধার অন্ন নাই শুধায়না কেহ—
উপবাসী চিত্ত চায় মার স্নেহ ;
মাতৃহারা হয়ে বিশ্বের সন্তান
ফিরে আয় ফিরে আয় ডাকে কাতরে॥

ভৃঙ্গীর প্রবেশ

ভৃঙ্গী। বিজয়া! তোর এত কথা আমি রেখেছি—আজ তুই আমার একটা কথা রাখ্। রাখ্—বিজয়া।

বিজয়া। বিজয়া—না আমি জয়া?

ভৃঙ্গী। বিজয়া—বিজয়া! ঐ দুঃখেই তো মরছি আমি লোক চিনতে পারছি! আমার ভুল হচ্ছে না; একজালা সিদ্ধি খেয়েছি,—তবু আজ সিদ্ধি হ'ল না। ওরে সিদ্ধিতে আর সিদ্ধি নেই! মহাব্যোমে উঠতে পাচ্ছি না! দেখতে পাচ্ছি না মা আমার কোথায়? আমি সবাইকে বলে দেবো মা কোথায়! কেন বেটী ফিরছে না! তুই শুধু আমায় একটি জিনিস এনে দে!

বিজয়া। কি?

ভৃঙ্গী। আফিং! আফিং না হ'লে আজ আর হচ্ছে না—

বিজয়া। আফিং যে অহিফেন! সদ্য বিষ!

ভৃঙ্গী। ওরে! ঐ বিষই যে আজ আমি চাই! সিদ্ধিতে আর সিদ্ধি নেই—নেশা হ'চ্ছে না, ভুল হ'চ্ছে না! বিজয়াকে বিজয়া বলছি! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মা আমার চলে গেছে, শুধুই মনে হ'চ্ছে সে আর ফিরবে না! চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি গৃহবাসী বাবা আমার—আবার হ'য়েছে শ্মশানবাসী! স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—কৈলাসের আকাশে বাতাসে তাঁরই বুকের দীর্ঘশ্বাস বাজ্ছে! পশুপক্ষী আর্ত্তনাদ করে উঠছে, ভূতেরা

মা মা বলে কাঁদ্‌ছে, তুইও কাঁদ্‌ছিস্! ওরে—আমি ভৃঙ্গী—আমার চোখেও জল আস্‌ছে! এ সব কি? দে—আমায় আফিং দে—ওরে তুই বলছিস্ বিষ···কিন্তু বিষই যে আজ আমি চাই; বাঁচতে তো আমি চাই না বিজয়া।

নেপথ্য হইতে শিব। ভৃঙ্গী!—বৎস!

ভৃঙ্গী। বাবা! বাবা!

ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান

অন্যদিক্ হইতে জয়ার প্রবেশ হাতে তাহার মঙ্গল ঘট

জয়া। বিজয়া শিগ্‌গীর তুমি এসো! আমার হয় তো ভুল হ'চ্ছে! আমার হয়তো ভুল হ'চ্ছে!

বিজয়া। মঙ্গলঘট হাতে এখানে ছুটে এলি! তবে কি—?

জয়া। প্রতি মুহূর্ত্ত চেয়ে দেখছি মঙ্গলঘটের জল! চেয়ে চেয়ে চোখ আমার অন্ধ হয়ে আস্‌ছে; আমার খালি মনে হচ্ছে জল ক্রমেই লাল হ'য়ে আস্‌ছে! হ্যাঁ লাল—লাল রক্তের মত লাল! বিজয়া তুই দেখ—তুই দেখ!

বিজয়া দেখিবে এমন সময় শিবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল!
বিজয়া জয়াকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করিল

শিবের প্রবেশ

শিব। সেই জন্যই তো যাচ্ছি—জান্‌তে যাচ্ছি—কেন তার নিমন্ত্রণ হ'লো না—দেখতে যাচ্ছি—কি করে শিবহীন যজ্ঞ হয়! বল্‌তে

যাচ্ছি—আমি ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ বধূ! আমার স্বামী ত্রিলোকের স্বামী—সতী—সতী—না না পিছু ডাক্‌বো না (হঠাৎ যেন চেতনা হইয়া) জয়া! বিজয়া! ওরে তোরা দেখছিস্ কি? ওকে আমি হারালাম!

জয়া। (আর্ত্তনাদে) প্রভু! প্রভু!—

শিব। কি জয়া তুই অমন করে কেঁদে উঠলি কেন? কাঁদ্‌বি যদি তবে তোরা রইলি কেন? কেন গেলি না সঙ্গে? (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) যে যেতে পারে সে কেন যায় না? যেতে পারলে তো কাঁদ্‌তে হ'তো না!

বিজয়া। সে আমাদের নিয়ে গেল না! তোমার কোন অযত্ন না হয় তাই সে আমাদের রেখে গেলো।

শিব। কিন্তু কাঁদ্‌বার জন্য ত' রেখে যায়নি বিজয়া! কাঁদ্‌তে পারতাম আমি! ইচ্ছা হয় চীৎকার করে কাঁদি! কিন্তু··· পারি না বিজয়া!

জয়া। তুমি তাকে নিয়ে এস প্রভু! নিয়ে এস—নিয়ে এস!

শিব। তোর হাতে মঙ্গলঘট দেখ্‌ছি! মঙ্গলঘটের জল দেখে শুভাশুভ নিরূপণ কচ্ছিস্? সতী করতো! কি দেখ্‌ছিস্?

জয়া। প্রভু!

মঙ্গলঘটটী শিবের নিকট লইতেছিল, বিজয়া জয়াকে নীরবে বাধা দিল কিন্তু ইহা শিবের দৃষ্টি এড়াইল না

শিব। মঙ্গলঘটের জল কি তবে রক্তবর্ণই হয়েছে জয়া ?

উভয়ে নীরব

শিব। মঙ্গলঘটের জল কি রক্তবর্ণই হ'য়েছে জয়া ?

উভয়ে তথাপি নীরব

শিব ঘটটী লইয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন

শিব। রক্তবর্ণ—

জয়া-বিজয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

শিব। (ধীরে ধীরে জয়ার হাতে ঘটটি দিয়া) হোক্ রক্তবর্ণ! আমার অনন্ত আশীর্ব্বাদ তোমাকে ঘিরে আছে সতী! কিন্তু তা যদি ব্যর্থ হয়—তবে—তবে—হে মহারুদ্র! আর বুঝি ঘুমিয়ে থাকা চলে না। তুমি জাগো—হে মহারুদ্র তুমি জাগো—রুদ্ধশ্বাসে কাণ পেতে শোন—সতী কি দীর্ঘশ্বাস ফেলছে! সতী কি কাঁদছে! যদি পার তাও সহ্য করো—কিন্তু যদি তার প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়—ক্ষমা নাই—ক্ষমা নাই—কারো তবে ক্ষমা নাই।

তৃতীয় দৃশ্য

দক্ষযজ্ঞ

ঋষিগণ হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছেন

যজ্ঞমন্ত্র—

ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা, ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা, ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা, ওঁ সদ্ সম্পতয়ে স্বাহা, ওঁ অনুমতয়ে স্বাহা।

১ম দেব। শিবহীন যজ্ঞ—এই প্রথম—আজ একটু গুরুতর কিছু হ'বে।

২য়। অগ্নিদেবও জামাই আর সেই ভাঙড়ও জামাই! আকাশ আর পাতাল। অগ্নিদেবের সাজটা দেখছো? চোখ ঝল্‌সে যায়।

৩য়। ভাঙড় ত আর জামাই নয়! নয় বলেই ত' নেমন্তন্ন হয়নি।

২য়। জামাই ছিল—এখন পদচ্যুত হয়েছে! পদচ্যুত।

৫ম। দেখ দেখ হোমাগ্নি জ্বল্‌ছে না! অগ্নিদেব নিজে আহুতি দিচ্ছেন তবুও না —

৪র্থ। যজ্ঞটা শেষ পর্য্যন্ত হ'লে হয়! নারদ ঠাকুর কোথায়?

১ম। আমিও তাঁকেই খুঁজছি! নারদ, নারদ, নারদ—নারদ—

প্রস্থান

২য়। যজ্ঞ যে কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে! জম্‌ছে না। সবাই কেমন চুপচাপ বসে আছে! উৎসবের উ-টি পর্য্যন্ত নেই।

৩য়। এ যেন কারো গঙ্গা যাত্রা হ'চ্ছে! বড় বড় দেবতারা বড় বড় ঋষিরা যজ্ঞ ছেড়ে এদিকে ওদিকে বায়ু সেবন ক'রে বেড়াচ্ছেন। কেমন একটা পালাই পালাই ভাব।

৪র্থ। আচ্ছা, শিবের যেন নেমন্তন্ন হয়নি! কিন্তু ব্রহ্মা—বিষ্ণুকেও তো দেখছি না।

৫ম। দক্ষই বা কোথায় গেলেন! নাঃ কি রকম সব গোলমাল ঠেক্‌ছে।

প্রথম দেবের প্রবেশ

১ম। ওহে শুনেছ? শুনেছ?

সকলে। কিহে কি?

১ম। জমে গেল—জমে গেল যজ্ঞ আমাদের জমে, গেল।

২য়। আঃ বল না কি?

১ম। সতী এসেছে সতী!

৩য়। তবে শিবও এসেছে?

১ম। তার তো নেমন্তন্নই হয়নি।

২য়। ভাঙড়ের আবার নেমন্তন্ন। এলেই হ'তো।

৩য়। এলে ত হোতই—লেগে যেতো।

২য়। আঃ নারদটা কোথায়? একবার হরি গুণ গান কর্ত্তে কর্ত্তে কৈলাসে গিয়ে ভাঙড়টাকে টেনে আনতে পারে না?

৩য়। তা সতী যখন এসেছে এতেই একটা কিছু হবেই হবে।

৫ম। দক্ষকে দেখছি না? ভিতর বাড়ীতে কিছু যে একটা হ'চ্ছেনা তাই বা কে বলতে পারে?

৩য়। চুপ—চুপ, ঐ দক্ষ আসছেন।

ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা।
ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা॥

দক্ষের প্রবেশ

দক্ষ। (হোমাগ্নি দেখিয়া) কি হে অগ্নি! কই হোমাগ্নি এখনও তো আকাশ স্পর্শ করেনি!

অগ্নি। করবে বই কি! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি নিজে আহুতি দিচ্ছি—

ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা, ওঁ চিত্তিশ্চ স্বাহা, ওঁ অকুতঞ্চ স্বাহা।

নারদের প্রবেশ

নারদ। তুমি ভেবো না প্রজাপতি! ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েই যজ্ঞে আসতে ইতস্ততঃ করছিলেন, কিন্তু আমি তাঁদের সম্মত করে এসেছি। তাঁরা আসছেন। কিন্তু যা শুনছি, তা কি সত্য প্রজাপতি?

দক্ষ। কি?

নারদ। আমার সতী মা না কি একাকিনীই এসেছেন?

দক্ষ। হ্যাঁ।

নারদ। এমন পিতৃভক্ত কন্যা তোমার আর দ্বিতীয় নাই প্রজাপতি! দেখা হয়েছে?

দক্ষ। হ্যাঁ! না দেখা হয়নি। ভৃগু? তোমার মন্ত্রপাঠে উদ্দীপনা নাই মনে হচ্ছে।

ভৃগু। সে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অভাবে।

নারদ। তাঁকেও তো খুব প্রদীপ্ত দেখে এলাম বলে মনে হলো না। তা' তিনি এই এলেন বলে।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রবেশ

এই যে আসুন।

পিঙ্গলাক্ষর প্রবেশ

পিঙ্গ। সতী দেবী প্রজাপতির সাক্ষাৎ কামনা করছেন।

দক্ষ। কে? কে সাক্ষাৎ কামনা করছেন?

পিঙ্গ। সতী দেবী।

দক্ষ। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আমার অবসর নাই। (একটু নরম হইয়া) আচ্ছা, দেখা হবে পরে।

পিঙ্গলাক্ষর প্রস্থান

ওঁ মনশ্চ স্বাহা, ওঁ দর্শশ্চ স্বাহা।

দক্ষ। অগ্নি! তোমার হোমাগ্নি?

অগ্নি। (কাছে আসিয়া) আমার আশঙ্কা হচ্ছে—

হঠাৎ থামিয়া গেলেন

দক্ষ। বলতে গিয়ে থামলে কেন? বল কি আশঙ্কা? (অগ্নি নীরব) বল কি আশঙ্কা?

অগ্নি। কোন অনাচার হয়েছে নিশ্চয়।

দক্ষ। অনাচার! অনাচার! আমার যজ্ঞে অনাচার?

অগ্নি। হ্যাঁ প্রজাপতি, নতুবা আমি অগ্নি—নিজে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করছি অথচ—

দক্ষ। কি অনাচার—তুমি বল—

নারদ। যজ্ঞ শিবহীন, এই কথাই হয়ত অগ্নিদেব বলতে চাচ্ছেন—

অগ্নি। না। আমি বরং বিপরীত অনাচারই আশঙ্কা কচ্ছি।

দক্ষ। বিপরীত অনাচার! তার অর্থ?

অগ্নি। শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্ছে, অথচ যজ্ঞ শিবহীন আমি

মনে করতে পারছি না প্রজাপতি। শিব স্বয়ং অনুপস্থিত কিন্তু তার অর্দ্ধাঙ্গিনী—

নারদ। উপস্থিত। কিন্তু তাতে কি অনাচারটা হ'ল শুনি—

অগ্নি। শুধু অনাচার নয় দেবর্ষি। অমঙ্গল এবং অশুভ।

দক্ষ। কিন্তু সে আমারি কন্যা, ভুলে যেয়ো না অগ্নি। সতী যেদিন এই পুরীতে ভূমিষ্ঠ হল, সেদিন সমগ্র বিশ্বের মহা-মঙ্গলই হ'ল মনে করেছিলাম। আজও অন্যরূপ মনে করতে পারছিনা আমি। তবে এ কথাও ঠিক এ যজ্ঞে সে আসুক এ আমি চাইনি—সে যে এসেছে তাতেও আমি সুখী নই।

পিঙ্গলাক্ষর প্রবেশ

পিঙ্গ। সতী মা প্রজাপতির দর্শন কামনায় ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন।—

দক্ষ। হ্যাঁ—কিন্তু আমি ব্যাকুল নই।—

সতী ও নন্দীর প্রবেশ

সতী। তাই আমি নিজেই এলাম পিতা।

সভায় চাঞ্চল্য

অগ্নি। কিন্তু—কিন্তু—

দক্ষের দিকে চাহিলেন

ভৃগু। (মন্ত্র পাঠ ছাড়িয়া আসিয়া) এর পরও কি আমাকে যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে! (দক্ষের ইতস্তত:) বল প্রজাপতি, বল—

দক্ষ। সতী! যজ্ঞশালা ত্যাগ কর—

নন্দী। মা!

সতী। (নন্দীকে নিবৃত্ত করিয়া) বাবা—বাবা—

দক্ষ। (উভয় পার্শ্বে চাহিয়া পরে সতীকে দেখিয়া) মা!

ভৃগু। এ অভিনয়ের কি আবশ্যক ছিল প্রজাপতি! এই কি শিবহীন যজ্ঞ!

দক্ষ। তোমার কি বলবার আছে শীঘ্র বল। যজ্ঞের বিঘ্ন হচ্ছে সতী—

সতী। আমি তোমার কন্যা। তোমার মঙ্গল আমি চাই। চাই ব'লেই বিনা নিমন্ত্রণে আমি এসেছি পিতা! এ শিবহীন যজ্ঞ তুমি করোনা।

বিষ্ণু। যজ্ঞেশ্বর বলে যদি আমার সম্মান কর প্রজাপতি আমারও ঐ উপদেশ, শিবহীন যজ্ঞ তুমি করোনা।

দক্ষ। কেন? কি ভয়? ক্ষতিই বা কি?

ব্রহ্মা। বৎস! শিব দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি মহারুদ্র··· মহাকাল। তাঁর প্রীতিতেই সৃষ্টি স্থিতি, অপ্রীতিতে মহাপ্রলয়!

দক্ষ। আমি তা স্বীকার করিনা। বরং তার সম্বন্ধে আমি অতি হীন ধারণাই পোষণ করি। আপনারা আসন-পরিগ্রহ করুন। যজ্ঞ হচ্ছে—যজ্ঞ হবে।

সতী। বাবা! আমার কথাও যদি তোমার মনোমত না হয় স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণুর উপদেশ তুমি অবহেলা ক'রোনা—ক'রোনা বাবা। শুধু এই জন্যেই আমি বিনা আহ্বানে এসেছি। পিতা! অনুমতি দাও আমি তোমার কন্যা; তোমার হয়ে নিজে গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসছি! অনুমতি দাও—অনুমতি দাও পিতা!

দক্ষের হাত ধরিলেন

অগ্নি। তা হলে আর কেন! যজ্ঞ স্থগিত রেখে—চল সবাই গললগ্নীকৃতবাসে কৈলাসধামই যাত্রা করি।—

ভৃগু। চল প্রজাপতি—

সতী। পিতা—আমি তোমার মুখে শুনতে চাই পিতা, তুমি কি তাঁকে নিমন্ত্রণ করবে না! তুমি বল—তুমি বল পিতা। এ যজ্ঞে কি দেবাদিদেব মহাদেবের আসন শূন্য থাকবে? তোমার উত্তর আমি শুনতে চাই—তোমার উত্তর।

দক্ষ। উত্তর আমি বহু পূর্ব্বেই দিয়েছি—আমি প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ দক্ষ—সর্ব্বভূতের ভাগ্যবিধাতা। অথচ আমাকেই কিনা ধুতরসেবী ভাঙড় অপমান করেছে। তাকে জামাতা বলে স্বীকার করতে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে—তার নাম আমার পুরীতে যেন আর কখন উচ্চারিত না হয়। এবং তার

গৃহিণী বলে যে পরিচয় দেয়—আমার কন্যা বলে তার পরিচয় দেওয়ার কোন অধিকার নেই।

দেবগণ হাসিয়া উঠিলেন

সতী। স্তব্ধ হও দেবতামণ্ডল! তাঁর মাহাত্ম্য তোমরা কি বুঝবে? মনে কর সমুদ্র-মন্থন। ধরিত্রী যখন বিষ-জর্জ্জরিত ...সে বিষপান করে সৃষ্টি রক্ষা কে করেছিলেন? আমারি নীলকণ্ঠ। ত্রিলোক যা ঘৃণায় করেছে পরিহার, তাকেই গ্রহণ করেছেন আমার মহাদেব! তোমরা নিয়েছ অগুরু চন্দন, তিনি নিয়েছেন ভস্ম। তোমরা নিয়েছ রত্ন-মাণিক্য তিনি নিয়েছেন শ্মশানের পরিত্যক্ত অস্থি-পঞ্জর। তোমরা নিয়েছ পারিজাত, তিনি নিয়েছেন বিযাক্ত ধুস্তুর। তোমাদের আনন্দ ভোগে, তাঁর আনন্দ ত্যাগে। তাঁর মহিমা তোমরা কি বুঝবে স্পর্দ্ধিত, দাম্ভিক দেবতামণ্ডল!

দক্ষ। এক সাপুড়ে! পার্ব্বত্য অসভ্য জাতি-মধ্যে বাস। জাতি কুল জন্মহীন! বর্ণাশ্রমধর্ম্মহীন! লঘুগুরু জ্ঞান নাই! বৃষস্কন্ধে শ্মশানে মশানে বিচরণ ধুস্তুর সেবন! অর্দ্ধোলঙ্গ! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ।

সতী মরণাঘাতে আহত হইলেন, একটা অব্যক্ত আর্তনাদে

সতী। উঃ মহাদেব! মহাদেব! প্রভু!

পতন ও মৃত্যু

অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সেই অগ্নি সতীর কটিবিলম্বিত বল্কলাগ্র লেহন করিয়া প্রজ্বলিত হইল। যখন নির্ব্বাপিত হইল তখন দেখা গেল সতীর অদগ্ধ মৃতদেহ দিব্যদীপ্তিতে পড়িয়া আছে

নন্দী। মা! মা!

দক্ষ। সতি! সতি!...মৃত!

নন্দী। মা—মা—মা—মহাদেব! মহাদেব!

ঝড় ঝঞ্ঝা উঠিল। ক্রমে ক্রমে দৃশ্য অন্ধকারে পরিপ্লাবিত হইল। হাহাকার শব্দে আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন হইল

দৃশ্যান্তর—কৈলাশের একাংশ

ধ্যানস্থ শিব,—ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্র

নেপথ্যে নন্দী। মহাদেব! মহাদেব!

শিব। (ধ্যান ভঙ্গ হইল) এ কি! এ যে মহাপ্রলয়!

দূর হইতে নন্দীর আর্ত্তকণ্ঠ ভাসিয়া আসিল

নেপথ্যে নন্দী। মহাদেব! মহাদেব! মহাদেব!

শিব। কে! কে আসে! ঝঞ্ঝাগতিতে আকাশ বাতাস আর্ত্তকণ্ঠে কম্পিত করে কে আসে?

চতুর্থ অঙ্ক

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। মহাদেব—মহাদেব—

শিব। কে—নন্দী! আমার সতী? আমার সতী?

নন্দীর মুখে ভাষা সরিল না

শিব। আমার সতী কোথায়? আমার সতী?

নন্দী। মাকে আমি হারিয়েছি—মাকে আমি হারিয়েছি।

শিব। নন্দী!

নন্দী। যজ্ঞস্থলে শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে—মা আমার—

শিব। সতী নেই! সতী নেই! অথচ এখনো আমি আছি! এখনো সৃষ্টি চলছে! যজ্ঞ হচ্ছে—সতী—সতী—

শিবের জটা জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল—অট্টহাস্য করিয়া তিনি একগাছি জটা ভূতলে নিঃক্ষেপ করিলেন। সেই জটা পতনে বীরভদ্র নামক ভয়ঙ্কর শিবানুচরের সৃষ্টি হইল

তাহার মস্তকের কৃষ্ণ মেঘোপম মুকুট গগনালম্বী হইয়া রহিল এবং হস্তের শূল কৃতান্তনাশক তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া হত্যা-কার্য্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল

বীরভদ্র। আদেশ!

শিব। দক্ষ-যজ্ঞে স্বামী নিন্দা শুনে সতী আমার দেহত্যাগ

করেছে—এখনো জিজ্ঞাসা—আদেশ! সংহার—সংহার—সংহার—

শিবের অট্টহাস্য, সেই অট্টহাস্যের সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্য করিয়া প্রলয় তাণ্ডবনৃত্য সুরু করিল। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্র

দৃশ্যান্তর—দক্ষ-যজ্ঞাগার

পুরী হইতে সতীর মৃত্যুতে হাহাকার ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। সেই হাহাকার শব্দতরঙ্গ ডুবাইয়া দিয়া প্রলয়-নিনাদ অগ্রসর হইতে লাগিল। যজ্ঞ-স্থলস্থ লোকেরা আর্ত্তকণ্ঠে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটী করিয়া পলায়নপর হইল। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত। প্রলয়-তাণ্ডব নাচিতে নাচিতে শূলহস্তে কৃতান্তবৎ বীরভদ্রের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে ভূত প্রেত প্রভৃতি শিবানুচরগণ

শিবানুচরগণ। যজ্ঞনাশ! যজ্ঞনাশ! (অট্টহাস্য)

পুনরায় নেপথ্যে

দক্ষের শিরশ্ছেদ হল! দক্ষের শিরশ্ছেদ হল! (অট্টহাস্য)

ক্রমে ক্রমে যজ্ঞশালা শ্মশানাকার ধারণ করিল। বিপ্লব শান্ত হইল, রাত্রির অন্ধকারে যজ্ঞশালা আচ্ছন্ন হইল

ক্ষণপরে মহাবাত্যার অন্তে প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে চন্দ্রালোকে দেখা গেল প্রসূতি সতীর মৃতদেহ লইয়া বসিয়া আছেন. নেপথ্য হইতে চাপাকণ্ঠে ভাসিয়া আসিতে লাগিল

নেপথ্যে চাপাকণ্ঠে। মহাদেব—মহাদেব—মহাদেব—মহাদেব—

মহাবাত্যার পর প্রশান্ত মুর্ত্তিতে শিবের প্রবেশ সতীর মৃত্যুর বেদনা তাহার চোখে মুখে সুপরিস্ফুট

শিব। সতী—সতী—সতী—

প্রসূতি। সতী নেই! সতী নেই! স্বামীর জন্য সতীকে হারিয়েছি—তোমার জন্য স্বামীকে হারিয়েছি। আমার সোনার সংসার পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।

শিব। সোনার সংসার পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে! এই ক্ষোভ! আর আমার?

কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল কিন্তু তখনি আত্মসম্বরণ করিয়া

না—না—না দেবি! জগতের যত বিষ,—যত জ্বালা সব আমারি থাক্। তোমার স্বামী পুনর্জীবিত হোক্, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পুনর্জীবিত হোক—যারা ক্ষত-বিক্ষত…যারা আহত…সকলে শান্তিলাভ করুক। সুখ চাও—শান্তি চাও,—সব তোমরা নাও। যা তোমরা চাওনা—

তাই আমায় দাও—দাও আমায় আমার সতীদেহ—সতি-সতি—

নেপথ্যে পুনর্জীবিত নরনারী এবং প্রকৃতি

সতি! সতি!

শিব সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির গেলেন।
আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠিল

সতি! সতি! সতি!

যবনিকা

সতী নাটকের সংগঠনকারিগণ

পরিচালক	...	ক্যালকাটা থিয়েটার্স
প্রযোজক	...	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
সুরশিল্পী	...	কাজি নজরুল ইসলাম
সঙ্গীত শিক্ষক	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
দৃশ্য পরিকল্পনা	...	শ্রীচারু রায়
নৃত্য পরিকল্পনা	...	শ্রীমতী নীহারবালা
হারমোনিয়ম বাদক	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
পিয়ানো বাদক	...	শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য
সঙ্গতি	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
বংশীবাদক	...	শ্রীশরদিন্দু ঘোষ
বেহালাবাদক	...	শ্রীসন্তোষ দে ও সেখ মমতাজ উদ্দিন
চেলো বাদক	...	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী
স্মারক	...	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	...	শ্রীমণিগোপাল মুখোপাধ্যায়
আলোকসম্পাতকারী	...	শ্রীসুধীর সুর ও শ্রীশৈলেন দত্ত
এম্প্লিফায়ার মিউজিক		ডি, এন্, মল্লিক
আহার্য্যসংগ্রাহক	...	শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর কর
বেশকারিগণ	...	শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীমন্মথ ধর ও শ্রীননীলাল গাঙ্গুলী

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পী-পরিচয়

ব্রহ্মা	...	শ্রীঅনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বিষ্ণু	...	শ্রীগিরিজা মিত্র
মহাদেব	...	শ্রীভূমেন রায়
অগ্নি	...	শ্রীদেবেন ভৌমিক
নন্দী	...	শ্রীমণি ঘোষ
ভৃঙ্গী	..	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
দক্ষ	...	শ্রীশৈলেন চৌধুরী
ভৃগু	...	শ্রীজীবন চট্টোপাধ্যায়
নারদ	...	শ্রীসন্তোষ দাস
পিঙ্গলাক্ষ	...	শ্রীপবিত্র ভট্টাচার্য্য
তাল	...	শ্রীঅমূল্য হালদার
বেতাল	...	শ্রীখগেন দাস
প্রমথ	...	শ্রীবিল্বমঙ্গল দাস ও সুবল ঘোষ
বীরভদ্র	...	শ্রীপূর্ণ দাস
কথক	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
দেবগণ	...	শ্রীসুবল ঘোষ, শ্রীবিমল ঘোষ, শ্রীসত্য সরকার, শ্রীআদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীব্রজেন দত্ত
দোয়ার, ভূত, প্রেত, পিশাচ, শিবানুচরগণ ঋষি ইত্যাদি		শ্রীস্মৃতিশ ঘোষ, শ্রীকমল দাস, শ্রীমণি মুখোপাধ্যায়, শ্রীগণেশ দাস, শ্রীগোকুলদাস, শ্রীবিল্বমঙ্গল দাস, শ্রীপূর্ণ দাস, শ্রীবিপিন বসু, শ্রীসুশান্ত ইত্যাদি
শিব তাণ্ডবের ভৈরব দ্বয়		শ্রীনারাণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রহ্লাদ দাস

প্রসূতি	...	শ্রীমতী মনোরমা
সতী	...	শ্রীমতী রাণীবালা
জয়া	...	শ্রীমতী নিরুপমা
বিজয়া	...	শ্রীমতী দুর্গারাণী
স্বাহা	...	শ্রীমতী সুবাসিনী (আহ্লাদী)
অশ্লেষা	...	শ্রীমতী স্নেহলতা
মঘা	...	শ্রীমতী বীণা (মীনা)
রোহিণী	...	শ্রীমতী সরসী
জবা	...	শ্রীমতী রাণী
জয়ন্তী	...	শ্রীমতী বীণা দাস
পদ্মা	...	শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া
ছোট মেয়ে	...	শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
পুরবাসিনীগণ কিরাতরমণীগণ	...	শ্রীমতী সুবাসিনী, কমলা, সরসী, লক্ষ্মীপ্রিয়া, রাণী, মীনা, বীণা, আঙ্গুর, নেনা, অনুবালা, সরলা, উমা, পরী, আশালতা, নির্ম্মলা ইত্যাদি

চাঁদ সদাগর—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন ও ষ্টার থিয়েটার। শত শত রাত্রি অভিনীত হইয়াও পুরাতন হয় নাই।…১৲ নাটকখানি শুধু মনোমোহনেই নতুন নয়, নাট্য-সাহিত্যেও নতুন। পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙ্গলাদেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কু-নাটক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন।" —"নাচঘর"

শ্রীবৎস—পঞ্চাঙ্ক নাটক। ষ্টার থিয়েটার। এমনি নাটকের অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চের লোকশিক্ষক নাম সার্থক।—"নবশক্তি"তে ("চন্দ্রশেখর")…১৲

মহুয়া—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটার। এ দেশের জগৎ-প্রসিদ্ধ কারমেনের সঙ্গে তুলনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না—"নবশক্তি"তে ("চন্দ্রশেখর") · ১৲

সেমিরেমিস ও নাটমঞ্চ—লেখকের সুপ্রসিদ্ধ কথা-নাট্য-সংগ্রহ। যন্ত্রস্থ।

সাবিত্রী—নাট্য-নিকেতন।…১৷৹ "সাবিত্রী"র পুরাতন পরিচিত কাহিনীর মর্ম্মগত সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নাট্যকার উহাকে এমন এক চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন, যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে।...ইহা পুরাতনকে নূতন করিয়াছে—আধুনিককে সনাতন সত্যের অচল-প্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে।" —'আনন্দবাজার'

অশোক

পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক ; রঙ্‌মহলে

অভিনীত। মূল্য ১৷০

নায়ক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩।

মন্মথ রায় পুরাতন 'অশোক' নাটকের ছায়াও স্পর্শ করেন নি। সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি এক নূতন অশোক সৃষ্টি করেছেন। এইখানে তাঁর কৃতিত্ব।

অগ্রদূত, ৬ষ্ঠ বর্ষ ; ৪৭শ সংখ্যা। ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০।

ইতিহাস নিয়ে নাটক রচনায় মন্মথ বাবুর এই প্রথম প্রচেষ্টা। মন্মথবাবু এই নাটকখানিতে ঘটনাগুলিকে সরস ও সুশোভন করে তুলতে যতটা চেষ্টা করেছেন এতে ইতিহাসোপযোগী আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা তার চাইতে কম করেন নি। ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর নাটক কি রকম জমে ওঠে, সেইটে ছিল দেখবার বিষয়। যতদূর দেখলুম তিনি সাফল্য অর্জ্জনই করেছেন—এমন কি তাঁর 'কারাগার' ভাবধারার দিক দিয়ে অনিন্দ্যনীয় হলেও "অশোক"ই যে মন্মথবাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক, তাতে সন্দেহ নাই।

নাচঘর, ৯ম বর্ষ ; ৪৫শ সংখ্যা। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

মন্মথবাবু যে জনপ্রিয়তার দিকে এক চক্ষু রেখে আর এক চক্ষু ব্যবহার করেছেন নাটক-রচনার জন্ম "অশোক" দেখলে একথা

বুঝতে দেরী লাগে না। মন্মথবাবুর ভাষা আছে, ঘটনা সৃষ্টির শক্তি আছে, গল্প বলবার কায়দাও জানা আছে।...

আমোদ, ৩য় বর্ষ ; ১৬শ সংখ্যা। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

অশোক নাটকখানি ঐতিহাসিক বিশেষণে বিশেষিত হলেও এতে mythologyর ছোঁয়াচেও আছে যথেষ্টই। তা হলেও mythological উপাদান নাট্যকারকে যেরূপ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে সে স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ না করেও নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় 'অশোক' নাটকে ইতিহাসের সম্মানই রক্ষা করেছেন সর্ব্বত্র। ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রেখে নাটক লেখায় যে বিপদ ও অসুবিধা তার হাত থেকেও এজন্য অবশ্য মন্মথবাবু সম্পূর্ণ রেহাই পান নি। কিন্তু ৺দ্বিজেন্দ্রলালের আমল থেকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার যে রীতি চলে আসছে সে গতানুগতিক ইতিহাস-বিরোধী পন্থার অনুসরণ তিনি এদিক দিয়ে একটা দুঃসাহস ও গৌরবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটক এই কারণে হয়ে ওঠেনি ঘটনা-প্রধান,—হয়ে উঠেছে চরিত্র প্রধান। মন্মথবাবুর ঐতিহাসিক নাটক লেখার প্রথম প্রচেষ্টা হলেও "অশোক" নাটকখানিই আমাদের মনে হয় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক।

শিশির, ১৩শ বর্ষ ; ২৮শ সংখ্যা। ১লা পৌষ, ১৩৪০।

মন্মথ রায়ের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে এই কথাটাই সব চাইতে বড় হয়ে মনে জাগে যে গতানুগতিক পন্থাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করে এই শক্তিশালী নাট্যকার—নিজের নিজস্ব ধারায় কি সুন্দর ভাবেই না চরিত্র সৃষ্টি করে তোলেন! 'অশোক নাটক

দেখতে বসে আমরা তাঁর সে নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি নি। অনমুকরণীয় কথোপকথনের ভেতর দিয়ে নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রাণবন্ত করে তুলে, প্রত্যেকটি চরিত্রকে—অপরূপ ভাবে—বিকাশ করে তিনি যে ভাবে নাটকের চরম পরিণতিতে গিয়ে উপনীত হয়েছেন—তাতে তাঁর সূক্ষ্ম কলা-জ্ঞানের প্রশংসা না করে উপায় নেই। "অশোক" নাটক দেখবার পূর্ব্বে আমরা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারি নি—যে পর পর দুইজন শক্তিশালী নাট্যকারের লেখা —এই বিষয়ের নাটক অভিনীত হওয়ার পর—তৃতীয় বার—এই নূতনতম প্রচেষ্টার কারণ কি! এই নবীন নাট্যকার ত' অন্য বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন করতে পারতেন! কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই— রঙমহলের দ্বিতীয় অবদান 'অশোক' দেখে আমরা হৃষ্টচিত্তেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেছি। অলৌকিক বিষয়-বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করে নাট্যকার সুকৌশলে অশোকের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে ভাবে নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন—তাতে তাঁকে প্রথমশ্রেণীর সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী বলে অভিনন্দিত করতে আমাদের সঙ্কোচ নেই।

বন্দেমাতরম্, ৮ম বর্ষ; ৫২শ সংখ্যা। ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

সুনিপুণ লেখকের হাতে নাটকখানি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। নৃত্য-গীতে—দৃশ্যপটে—ভাবসম্পদে—ঘাত-প্রতিঘাতে— "অশোক" বহুদিন দর্শকদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

দীপালী, পঞ্চম বর্ষ—৩৭শ সংখ্যা। ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

আমরা 'অশোক' দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি।

[নাট্যদর্শন]…তাঁর (নাট্যকারের) মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে

থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যে ভাবে অশোকের মগ্ন চৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেচে—তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের ড্রামার বিষয়বস্তু।···নাট্যকার যে ভাবে কুনালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেচেন তা' একমাত্র প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টের তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়।···নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে নাটকের গল্পটি দর্শক-সাধারণের চিত্তাকর্ষক হবে। ["চন্দ্রশেখর।"]

আজকাল, ৩য় বর্ষ; ২৪শ সংখ্যা। ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

ভালো নাটকের ভালো অভিনয় বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চে আজ নূতন হচ্ছে না। কিন্তু এমনিধারা finished production ইদানীন্তন কালে আর কোন অভিনয়-আসরে দেখেছি বলে মনে করতে পারচি না।—["চন্দ্রশেখর।"]

Advance. *Dec. 6th, 1933.* Town Edition.

Belying the fears of a few and fulfilling the expectations of many. 'ASOKE' has met with enviable success, the first night it was presented on the boards of Rung-Muhal. The fears of a few were entertained having regard to the fact that Sj. Manmatha Ray's latest production would be pitted by critics agaist an earlier drama based on the life of the same Maurya Emperor from the pen of an illustratious author of hallowed memory. The expectations of the many had, however, a more solid basis to stand upon. Sj. Manmatha Ray, the author is one of those authors who have fortunately their

own monopolised styles. He can always beat a new tract. He can give a new colouring to an old picture and infuse new life to it. Those who hold this view Asoke has satisfied their most sanguine expectations. The author while maintaining the historic character of the Emperor and his encourage has deftly introduced histrionic situations which have enlivened episode after episode in the life of the Hero. If at time one seems to have been thrown off the link, one need not long wonder in uncertainty, because the story immediately develops to its logical albeit, thrilling coclusions. Periods of detachment are not necessarily boring and disagreeable in a drama and our author knows how to utilise them to advantage to add to the delictations of the audience. Asoke is much more than an ordinary dramatic production. The author has depicted his royal majesty which inspires awe. He has given a vivid description of his brutality which shocks humanity and has presented other traits of his character which represent both the individual and the age. Reaction then sets in. The change works slowly in Asoke in spite of himself, and the author also slowly but cleverly interposes incidents which unobstrusively lead to the climax. As the story progresses there is novelty and newness in the way of presentation which import freshness even in anticipated circumstances. ...Asoke has come to stay long with us.

Amrita Bazar Patrika.—*Dec. 14th, 1933.* Town Edition.

This historical drama 'ASOKE' is by Mr. Manmatha Ray of "Karagar" fame. Though the story of the drama is as old as near about two thousand years, the skillful dealing of the dramatist

has endowed it with an epic grandeur. The drama in this respect can well be called as representing the strife and struggle of the age in which we live and so appeals to our heart all the more readily. The development of the third act second scene and the climax reached at Devi's death at the unconscious hands of Asoke do credit to the dramatist's conception and execution. The pathos created at the fifth act baffles description.

Forward. *Dec. 7th, 1933.* Town Edition.

We commend to all lovers of histrionic art to make it a point to visit this play from the pen of Mr. Manmatha Ray.

মন্মথ রায় রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক

খনা

—প্রথম রজনীর অভিনয় দর্শনে—

আনন্দ বাজার—১৩-৭-৩৫—

গত বৃহস্পতিবার নাট্যনিকেতনে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় প্রণীত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক "খনার" উদ্বোধন হইয়াছে। নাট্যকার হিসাবে মন্মথবাবুর সুনাম অনেকদিন হইতেই আছে এবং এই নাটকে তিনি তাঁহার কৃতিত্বের চরম উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম সভ্য জ্যোতিষার্ণব বরাহের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় দেখিলে মনে হয়, এইরূপ অভিনয় কেবল তাঁহাতেই সম্ভব। খনার ভূমিকায় শ্রীমতী সরযূবালা অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া রাখে। ভৈরবের ভূমিকায় —মণি ঘোষের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রূপসজ্জা এবং অভিনয়ভঙ্গী আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। বরাহের শিষ্য —কিন্তু কালিদাস-ভক্ত প্রেমিক—কামন্দকের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সু-অভিনয় করিয়াছেন এবং তাঁহার অভিনয় আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছি। মিহিরের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় ভালই হইয়াছে। বরাহের স্ত্রী ধরণীর ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলা অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। নাটকের মধ্যে নয়খানি গান আছে এবং শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী সমস্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সুর দিয়াছেন। প্রত্যেক গান সুগীত হইয়াছে। মোটের উপর নাট্যনিকেতনের "খনা" বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকেই ইহা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

দেশ—২০-৭-৩৫—

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক 'খনা' নাট্যনিকেতনে দেখান হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয়া খনাদেবীর বচন ও কাহিনী বাঙ্গালী মাত্রই বিশেষভাবে জানেন। মন্মথবাবু

অতি দক্ষতার সহিত এই খনা চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় ক্যালকাটা থিয়েটার্স ইহার রূপ দিয়াছেন।

গত শনিবার নাট্যনিকেতনে আমরা খনার অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি। অভিনয় দেখিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এই নাটক যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে—তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

ভারতসম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন জ্যোতিষার্ণব বরাহের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেমন আন্তরিকতায় ভরা তেমনি প্রাণস্পর্শী। পুত্রের সহিত মিলনের দৃশ্যটী অতি চমৎকার হইয়াছে। খনার ভূমিকায় শ্রীমতী সরযূবালার অভিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই মহীয়সী মহিলার ভূমিকায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। একটী সংযম ও নিষ্ঠার ভাব তাঁহার অভিনয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরই কামান্দকের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। মনোরঞ্জনবাবু সেই শ্রেণীর নট যিনি সর্ব্বপ্রকার ভূমিকাতেই কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতে পারেন—বিশেষ করিয়া হাস্যপূর্ণ ভূমিকায়। কামন্দক ছিল বরাহের শিষ্য, কিন্তু সে জ্যোতিষ চর্চ্চার ধার ধারিত না। সে ছিল কালিদাস ভক্ত এবং প্রেমচর্চ্চাকে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। দীর্ঘ চারিঘণ্টা ধরিয়া

এইরূপ বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ে, দর্শক-চিত্ত যাহাতে ভারাক্রান্ত না হইয়া উঠে তজ্জন্য লেখক অতি নিপুণতার সহিত এই কামন্দক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই চরিত্রে মনোরঞ্জন-বাবুর অভিনয়—আমরা বিশেষ ভাবে উপভোগ করিয়াছি। মিহিরের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় ভালই, কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ক্রীতদাস চরিত্র মন্মথবাবুর আর একটী সৃষ্টি। এই চরিত্রে মণি ঘোষের অভিনয় ও রূপসজ্জা অপূর্ব্ব হইয়াছে। তাঁহার অভিনয় এরূপ করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী যে তাহাতে সময় সময় দর্শকচিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রী বিভাবসুর ভূমিকার অভিনয় মন্দ হয় নাই; তরলিকার অভিনয় এবং গান আমাদের ভাল লাগিয়াছে। মদনিকার ভূমিকায় নিরুপমা এবং তরলিকার ভূমিকায় তারকবালা (লাইট) অভিনয় করিয়াছেন। নাটকে নয়খানি গান আছে এবং শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী সমস্ত গান লিখিয়াছেন। লেখা খুব ভাল এবং সবগুলিই সুগীত হইয়াছে। দৃশ্যপট এবং সাজসজ্জা প্রশংসনীয়।

নবশক্তি—১০ই শ্রাবণ, ১৩৪২—

নাট্য নিকেতনে খনা—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'খনা'। নাটকখানি ব্যবসাদারদের অনেক ফিকিরফন্দীর হাত এড়িয়ে দীর্ঘকাল পরে রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করেছে। যার জন্য ব্যবসায়ীদের এত কাড়াকাড়ি সে জিনিস যে ভাল হবে তা অনুমান করা শক্ত নয়, কিন্তু উপযুক্ত হাতে না পড়লে কোন্ জিনিস যে কি হয়ে দাঁড়ায় সেইটেই ছিল ভাবনার

কথা। গত শনিবার 'নাট্য নিকেতনে' খনা দেখে এসে আমাদের সে আশঙ্কা দূর হয়েছে। প্রতিভাবান শিল্পীর অভিনয়ে নাটকের চরিত্র যে কত অপূর্ব্ব হয়ে উঠতে পারে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী তা দেখিয়েছেন তাঁর বরাহের অভিনয়ে। এক সঙ্গে স্নেহ, পরাজয়ের গ্লানি ও ঈর্ষার জ্বালা তিনি যে অপরূপ রূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা তাঁর ন্যায় শিল্পীর পক্ষেই সম্ভবপর। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের কামন্দকের ভূমিকাও হাস্যরসে অপূর্ব্ব। তাঁর চিরকুমার সভায় 'রসিক' ও ফুল্লরার 'ভাঁড়ুদত্তে'র পরে খনার এই 'কামন্দকে'র ভূমিকাও স্মরণীয়। খনার ভূমিকায় সরযূবালার অভিনয় চমৎকার হ'য়েছে। ভৈরবের ভূমিকাটিও চমৎকার হয়েছে। নাচের পরিকল্পনা নূতন এবং প্রশংসনীয়। আমরা খনা নাটকখানি দেখে খুসী হয়েছি, আশাকরি যাঁরা দেখবেন তারাও খুসী হবেন।

DIPALI Vol. VII. No. 29. *July 19, 1935.*

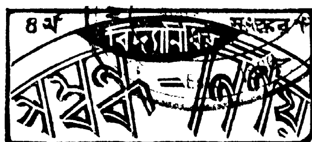
"KHANA", from the pen of Manmatha Ray, is perhaps God's answer to the theatre-owner's prayer for a play that will please all classes of audiences without calling forth the best in the artists. And that is where the dramatist triumphs over the players as a whole. Manmatha Ray needs no introduction to the Bengali theatre-goers and "KHANA" furnishes an excellent example of this noted author's rare knack of turning legends of yore into engrossing plays to the liking of modern audiences. Ray wields a facile pen and is a past-master in giving such twists to a story that go a long way in creating

dramatic situations and climaxes. In "KHANA" both these qualities have admirobly combined to effect popular entertainment, with a capital 'P' and 'E'

The life-story of Khana has taken the form of legends in many part of this country. She is known to posterity as one of the greatest astrologicol geniuses that ever lived in the world. But her life-story contains a universal appeal, in as much as, she being heiress to a throne, embraced poverty for the love she bore to her husband who however did not hesitate to trifle with that love. The author has closed the play with Khana's supreme sacrifice with her life at the altar of this divine love. Much of the play however is occupied with incidents in the life of Boraha, one of the nine luminaries in King Bikramaditya's world-famous Court, as he was the prime cause of all that happened in the drama. The author has blended the different episodes in an admirable manner, and the result has been the creation of a strong story interest that never lets the attention of the audience flag till the very final curtain.

—THESPIS

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা



——:*:——

পঞ্চম পরিশিষ্ট—প্রথম খণ্ড

সাবর্ণ গোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ-বংশাবলী ও কুল-পরিচয়।

——০:*:০——

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি।

চতুর্থ সংস্করণ

সন ১৩৪৮ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।